বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ইসলাম ঈমান এহ্‌সান

ওহাবীদের ঘোষিত অনেক

জাল হাদিস'ই আল-হাদিস

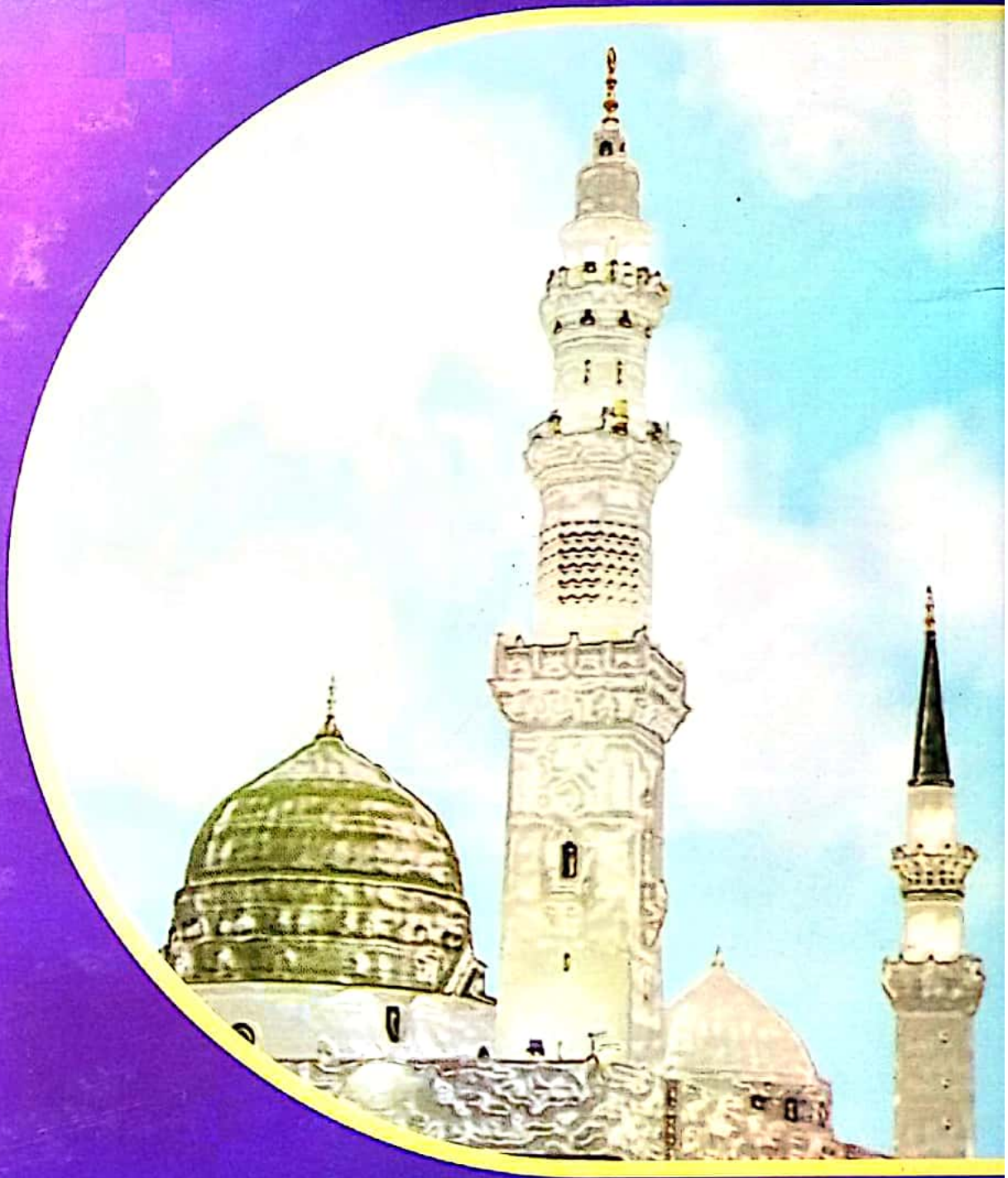

মুফ্‌তী মাওঃ আলাউদ্দিন জেহাদী

খাদেমঃ বিশ্ব জাকের মঞ্জিল

জাল হাদিস'ই "আল হাদিস"

মুফতী মাও. আলাউদ্দিন জিহাদী

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

অথৈপ্রকাশ

জাল হাদিস'ই "আল হাদিস"

মুফতী মাও. আলাউদ্দিন জিহাদী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
মোঃ মাসুদ রাঢ়ী
প্রকাশনায়
অথৈ প্রকাশ
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
০১৭১৮-৬৪১৪৫৫, ০১৯১৯-৮৩৫৭২৩

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
অঙ্কন গ্রাফিক্স
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

মুদ্রণে
অথৈ প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা
পরিবেশনায়
সালাউদ্দিন বইঘর
জনপ্রিয় প্রকাশনী

মূল্য
১০০.০০ টাকা মাত্র

উত্তর আমেরিকা পরিবেশক মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক। যুক্ত রাজ্য পরিবেশক সঙ্গীত লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন।

Published by Athoye Prokash
36, Banglabazar
Cover Designed by Aongkon
Price : 100.00 Taka
U.S $ 2. 00 Taka

উৎসর্গ

যুগশ্রেষ্ঠ মহা তাপস বিশ্বওলী
খাজাবাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ)
সাহেবের পবিত্র কদম যুগলে।

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

সকল প্রসংশা আল্লাহর যিনি সমস্থ ভূ-মন্ডলে মালিক ও মহান স্রষ্টা। সালাত ও সালাম প্রিয় নবীজি (দঃ) এর প্রতি যিনি আল্লাহ তা'লার একান্ত বন্ধু এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও নবী। এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মু'মেনীন, শোহাদায়ে কেরাম তামামের প্রতিও।

প্রিয় মুসলীম ভাই ও বোনেরা! ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। এই শান্তি প্রিয় মুসলীম সমাজে বিভ্রান্তির ও অশান্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত এক শ্রেণির নামধারী উলামা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সহি হাদিসকে 'জয়ীফ হাদিস' বলছে, আবার জয়ীফ হাদিসকে 'জাল হাদিস' বলে মুসলমানদের মনে রাসূলেপাক (দঃ) এর হাদিস সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলছে। অনেক হাদিস আছে 'রেওয়াত বিল মায়ানা' হিসেবে হাদিস, যা ৪ মাজহাবের সকল ফোকাহায়ে কেরামের মতে গ্রহণযোগ্য। অথচ তারা এই হাদিস গুলোকে নির্দিধায় প্রত্যাক্ষান করছে। আবার তাদের পক্ষে হলে জয়ীফ হাদিসকে সহি বলে বেড়াচ্ছে, সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছে আবার মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছে। এমনও দেখা যাচ্ছে, সহি হাদিসকে জয়ীফ বলে এর পিছনে কিছু বানোয়াট কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছে।

একটি হাদিসের একাধিক সনদ রয়েছে, এর মধ্যে যে সনদটি দূর্বল ঐ সনদটি উল্লেখ করে হাদিসটিকে জয়ীফ হাদিস বলে উড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু সহি সনদ গুলো উল্লেখ করেনা। অপরদিকে ইমামদের নামেও মিথ্যাচার করছে। তাই সরলমনা সুন্নী-হানাফী মুসলমানদের ঈমান রক্ষার সহযোগী হিসেবে আমি সহি, সঠিক ও বিশুদ্ধ বর্ণনা সহকারে এই বই খানা লিখলাম। এর নাম রাখলাম "জাল হাদিস'ই আল হাদিস"।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব নির্ভূল করার চেষ্টা করেছি। এর পরও ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, ইহাই আশা করি। কোন ভুল-ত্রুটি কারোও দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব ইনশা আল্লাহ। সকলের মঙ্গল কামনায় ইতিঃ-

আলাউদ্দিন জেহাদী।
মোবাঃ ০১৭২৩৫১১২৫৩

সূচি পত্রঃ

১. জাল হাদিস'ই "আল হাদিস" ১১
২. রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নূর প্রসঙ্গে ১১
৩. নাফচ চিনলে রবকে চিনা যায়ঃ ১২
৪. আল্লাহ গুপ্ত ভান্ডা ছিল (হাদিসে কুদছী) ১৪
৫. হুজুরী ক্বাল্ব প্রসঙ্গেঃ ১৬
৬. জিহাদে আকবর প্রসঙ্গে ১৮
৭. আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া ১৯
৮. উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা বনী ঈসরাইলের নবীর সমতুল্য ১৯
৯. সাহাবীগণ আকাশের তারকা তুল্য ২১
১০. যে যাকে ভাল বাসবে সে তার সাথে থাকবে ২৩
১১. মু'মীনের ক্বাল্বে আল্লাহর গুপ্তায়েশ হয় ২৩
১২. সামান্য সময় ধ্যাণ করা ৬০ বছর বন্দেগীর সমতুল্য সওয়াব ২৪
১৩. তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু ২৫
১৪. মু'মীনের ক্বাল্ব আল্লাহর আরশ ২৬
১৫. মু'মীনে কামেল আল্লাহর নূও দিয়ে সব কিছু দেখে ২৭
১৬. নবীজিকে না বানাইলে কোন কিছুই বানাইতেন না। ২৯
১৭. নবীজিকে আওয়াল আখেরের ইলিম দেওয়া হয়েছে ৩১
১৮. ইলিম অর্জন কর যদি চীনে হয় ৩১
১৯. নামাজ মু'মীনের মেরাজ ৩২
২০. ইলিম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ ৩৩
২১. দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলিম অর্জন কর ৩৩
২২. আল্লাহকে দাড়ি-গোফ বিহীন দেখেছি ৩৪
২৩. উম্মতের এখতেলাফ রহমত ৩৫
২৪. আলিমের চেহারার দিকে নজর করা ইবাদত ৩৭
২৫. আলিমের ঘুম জাহেলের ইবাদতের উত্তম ৩৮
২৬. দুইবার জন্ম হওয়া সম্পর্কীত ৩৯
২৭. আল্লাহর ওলীগণ অমর ৩৯
২৮. আলিমগণ জান্নাতের চাবী ও নবীর খলিফা ৪০
২৯. ফকির লোকের ভালবাসা জান্নাতের চাবী ৪০
৩০. নবীজি আল্লাহর নূর থেকে আর সকল কিছু নবীর নূর থেকে ৪১
৩১. সারা দুনিয়া নবীজি (দঃ) হাঁতের তালুর মত দেখে ৪১
৩২. আদমকে রহমানী সূরতে তৈরী করা হয়েছে ৪৫
৩৩. আলিমগণ নবীর ওয়ারিছ ৪৫

৩৪. আদমকে আল্লাহর(..) সূরতে তৈরী করা হয়েছে ৪৬
৩৫. জিব্রাইল (আঃ) ও আল্লাহর মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা ৪৬
৩৬. ক্বাল্বের সাবান আল্লাহর জিকির ৪৭
৩৭. ক্বাল্ব পরিস্কার হলে সারা দেহ পবিত্র হয় ৪৮
৩৮. মানুষ আল্লাহর ভেদ আর আল্লাহ মানুষের ভেদ ৪৮
৩৯. মোজাদ্দেদ প্রেরণের হাদিস ৪৯
৪০. কলম আল্লাহর ..প্রথম সৃষ্টি ৫০
৪১. নবীজি (দঃ) আল্লাহকে উত্তম সূরতে দেখেছেন ৫০
৪২. আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে উমর (রাঃ) হতেন ৫১
৪৩. শয়তান মানুষের রক্তের সাথে চলাফেরা করে ৫২
৪৪. জিকিরের মাহফিল জান্নাতের বাগান ৫৩
৪৫. জিকিরের ফজিলত প্রসঙ্গে ৫৩
৪৬. নবীজি এলেমের শহর আলী (রাঃ) তার দরজা ৫৪
৪৭. নবীজির চরিত্র মোবারক হচ্ছে কোরআন ৫৭
৪৮. জিকির করা স্বর্ণ-রোপাদান এমনকি জেহাদের চেয়েও উত্তম ৫৭
৪৯. জিকির থেকে গাফিল হলে শয়তান ক্বাল্বে বসবাস করে ৫৮
৫০. প্রতি রাত্রে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন ৫৯
৫১. নবীজির সমস্থ ইলিম আবু বকর (রাঃ) এর ছিনায় দেওয়া হয়েছে ৬০
৫২. আল্লাহকে পুর্ণিমার চাঁদের দেখবে ৬০
৫৩. নবীজি আল্লাহকে নূর রুপে দেখেছেন ৬১
৫৪. মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে দুইবার সরাসরি কথা বলেছেন আর মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহকে দুইবার সরাসরি দেখেছেন ৬১
৫৫. নবীজি আল্লাহকে সরাসরি সামনা সামনি দেখেছেন ৬২
৫৬. ওলীগণের সাথে দুশমনী করলে আল্লাহ জিহাদ ঘোষনা করেন.. ৬২
৫৭. উম্মতে মুহাম্মদীর সওয়াব ১০-৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ৬৩
৫৮. রোজাদারের জন্য রাইয়্যান দরজা ৬৪
৫৯. আশুরার দিন সম্পর্কে ৬৫
৬০. আশুরোর রোজা সম্পর্কে ৬৫
৬১. শবে বরাতের রোজা ও নফল নামাজের ব্যাপারে ৬৬
৬২. কবে কদর শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাত্রে ৬৭
৬৩. আদম যখন মাটি পানি তখন রাসূল (দঃ) নবী ছিলেন ৬৮
৬৪. আহলে বাইত নূহ নবীর কিস্তীর মত ৬৮
৬৫. উরস এর হাদিস ৬৯
৬৬. আউলিয়া কারা ৭০

৬৭. অহংকার আল্লাহর চাদর ৭১
৬৮. ছিদরাতুল মোন্তাহায় আল্লাহ ও নবীর মাঝে দুই ধনুক ব্যবধান ছিল ৭২
৬৯. নূরে মুহাম্মাদী (দঃ) এর হাদিস ৭২
৭০. সর্ব প্রথম আমার সৃষ্টি ৭৪
৭১. আল্লাহর ..চেহারার নূর থেকে নবীজিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ৭৪
৭২. বিন্দু পরিমান অহংকার থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা ৭৪
৭৩. সৃষ্টি জগতে নবীজি (দঃ) প্রথম সৃষ্টি ৭৫
৭৪. মৃত্যুর পূর্বেই মর ৭৬
৭৫. নেক বান্দাগণের আলোচনা কালে রহমত নাজিল হয় ৭৬
৭৬. আলিমের চেহারার দিকে নজর করলে ৬০ বছর নফল বন্দেগীর সওয়াব ৭৭
৭৭. নবীদের জিকির ইবাদত এবং নেক বান্দাগণের জিকির করা গোনাহের কাফ্ফারা ৭৮
৭৮. জ্ঞানীর কলমের কালী শহিদের রক্তের চেয়ে দামী ৭৮
৭৯. অর্থাৎ, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। ৭৯
৮০. আদম (আঃ) মুহাম্মদ (দঃ) এর উছিলায় ক্ষমা লাভ ৮০
৮১. মুহাম্মদ (দঃ) কে না বানাইলে আসমান জমীন এমনকি আদমকেও বানানো হত না ৮২
৮২. নবীজির ওফাতের পরে রওজা যিয়ারত করা জীবদ্দশায় যিয়ারত করার সমান ৮৩
৮৩. নবীজির রওজা যিয়ারত করলে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর শাফায়াত ওয়াজিব ৮৬
৮৪. শুধু মাত্র নবীজির রওজা যিয়ারতের নিয়তে গেলে শাফায়াত ওয়াজিব ৮৭
৮৫. পাগড়ী মাথায় নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী ৮৭
৮৬. ইলিম দুই প্রকার ৮৮
৮৭. ইলিম অন্বেষণ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ ৯০
৮৮. রওজা মোবারকের সামনে সালাম দিলে নবীজি (দঃ) সরাসরি শুনেন ৯০
৮৯. কাফেরের কবরে ৯৯টি সাপ রয়েছে ৯১
৯০. গরীব-মোহাজিরের উছিলা ৯২
৯১. মা-বাবার চেহারার দিকে তাকালে হজ্বের সওয়াব ৯৩
৯২. মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী ৯৪

ওহাবীদের ঘোষিত অনেক

জাল হাদিস'ই "আল হাদিস"

*একশ্রেণীর অজ্ঞ/জাহিল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা বলে বেড়ায়, বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর পবিত্র নছিহত শরিফের উল্লেখিত হাদিস সমূহ জাল, বানোয়াট, ভিত্তীহীন ও কোন কিতাবে নেই, আবল-তাবল ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার কিছু চটি বই ও লিফলেট ছড়াচ্ছেন ... এই ভ্রান্ত ধারণার দাতভাঙ্গা জবাবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ। আশা করি এই কিতাব... অধ্যায়ন করার পর আর তারা বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) এর নছিহতের হাদিস সমূহের ব্যাপারে খারাপ ও কটু মন্তব্য করবেনা।

যেনে রাখা আবশ্যক যে, বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) বিশ্বের সকল ওলীগণের সর্দার ও আহ্‌লে কাশ্‌ফের অন্তর্ভূক্ত, আর ওলীগণের কাশ্‌ফের কথা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমানিত। প্রয়োজনে আমার লিখা "ফতোয়ায়ে বিশ্বওলী" এর প্রথম খন্ড দেখে নিন। তাই তিনি কোন হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন : 'রাসূলের হাদিস' সেখানে মন্তব্য করার পূর্বে অন্তত লেখা পড়া করার দরকার। কারণ আমাদের এলেম শরিয়তের কিতাবেই সীমাবদ্ধ, আর আল্লাহর ওলীগণের তথা আমার খাজাবাবার জ্ঞান হল আল্লাহ প্রদত্ব। তাই তাঁদেরকে শিক্ষা দেয় স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর পেয়ারা রাসূল (দঃ)। তাঁরা অন্তর দৃষ্টিতে হাদিস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বহু গুণ বেশী জানেন। বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর নছিহতের হাদিস সম্পর্কে জানার জন্য নিচের দলিল গুলো ভাল করে লক্ষ্য করুনঃ

রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নূর প্রসঙ্গে

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اول ما خلق الله نوري

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি দঃ আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী)

*অর্থাৎ, নবী করিম (দঃ) বলেন: আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।

* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [আল্লামা আবুল আলুছি আল বাগদাদী হানাফী (রঃ) কৃত:] ৮ম খন্ড ৪২৪ পৃ:; ১ম খন্ড, ৯০ পৃ: ।

* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড ৩১১ পৃ::

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [আল্লামা ঈমাম ইসমাইল হাক্কী (রঃ) কৃতঃ] ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃঃ।
* তাফছিরে মাআরেফুল কোরআন, [আল্লামা মুফ্তী শফী (রঃ) কৃতঃ] সূরা আনআমের শেষের দিকে।
* মাদারেজুন্নবুয়ত, [আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)] ১ম খন্ড, ৭ পৃঃ।
* তাফছিরে নিছাফুরী, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا এই আয়াতের তাফছিরে।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৪৮ পৃঃ;

হিজরী ১০ম শতকের মোজদ্দেদ, ভারত উপ-মহাদেশে যিনি সর্বপ্রথম জাহাজ দিয়ে হাদিসের কিতাব এনেছেন তিনি হলেন **"আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ)" এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত পেশ করেছেন** (মাদারেজুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড)।

নাফচ চিনলে রবকে চিনা যায়ঃ

قال رسول الله (ص) من عرف نفسه فقد عرف ربه

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি দঃ মান আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেনঃ যে নিজকে নিজে চিনল সে রবকে চিনিল।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ২৭১ পৃঃ ও ৩০৮ পৃঃ, ৫ম খন্ড, ২২৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৩ পৃঃ।

---

* তাফছিরে কবীর শরীফ, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ৩০তম খন্ড,২০১ পৃঃ(সূরা কিয়ামা'র শুরুতে), ৯ম খন্ড, ১১৭ পৃঃ।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৫৯ পৃঃ;
* যিয়াউল কুলুব, ৭১ পৃঃ কৃতঃ হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);
* মউজুয়াতুল কবীর, ১২২ পৃঃ;
* কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃঃ;
* তাফছিরে বায়দ্বাবী, ২য় খন্ড, ২৮০ পৃঃ;
*লক্ষ্যনীয় যে, এই হাদিসটি দুই রকমে বর্ণিত আছেঃ-

***প্রথমঃ** قال امير المؤمنين علي بن ابى طلب رضى الله عنه من عرف نفسه فقد عرف ربه *অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) হতে, যা তাফছিরে রুহুল বয়ানে, ৬ষ্ঠ খন্ডে ৩৯৩ পৃঃ উল্লেখ আছে।

***দ্বিতীয়তঃ** قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه *অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) হতে, যা তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ডে ও ৫ম, ৬ষ্ঠ খন্ডে উল্লেখ আছে।

*একদিকে ইহা রেওয়াত বিল মায়ানা হিসেবে 'হাদিসে রাসূল' ও অন্যদিকে ইহা হজরত আলী (রাঃ) এর কউল হিসেবে 'হাদিস'।

*কেউ কেউ এই হাদিসটুকুকে ঈমাম নিছাপুরী (রঃ) এর 'কউল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (দেখুনঃ আনওয়ারুছ ছালিকীন, ১৭ পৃঃ)। তবে ইহা গ্রহণযোগ্য নয়।

#এই হাদিস সম্পর্কে **১০ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ, হানাফী মাজহাবের উজ্জল নক্ষত্র, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)** তদীয় কিতাবে লিখেনঃ وقال النبووى:... فمعناه ثابت অর্থাৎ, **ইমাম নববী (রাঃ) বলেনঃ এই হাদিসের 'মায়ানা' ছাবিত রয়েছে** (মউজুয়াতুল কবীর, ১২২ পৃঃ; মউজুয়াতুল কোবরা, ২৩৮ পৃঃ)।

#এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) তদীয় কিতাবে লিখেনঃ ان الشيخ محيى الدين قال: هذا الحديث وان لم يصح من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف

অর্থাৎ, **নিশ্চয় শায়খ মহিউদ্দিন ইবুল আরাবী (রাঃ) বলেনঃ ইহা হাদিস, তবে ইহা সনদের রেওয়াত দ্বারা সহি প্রমানিত নয় কিন্তু কাশফের ত্বরিকা দ্বারা বিশুদ্ধ প্রমানিত** (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃঃ)।

#এই হাদিস সম্পর্কে **৯ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ)** বলেনঃ

والحافظ السيوطى فيه تاليف لطيف سماه القول الاشبه في حديث

অর্থাৎ, হাফিজ জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) এই হাদিস সম্পর্কে সূক্ষ বিশেস্নষণ করে ইহার নাম রেখেছেন হাদিসের সাথে সাদৃশ্য 'কউল' (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃঃ; আল হাবী লিল ফাতুয়া, ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃঃ)।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট হল যে, এই হাদিস **"রেওয়াত বিল মায়ানা" হিসেবে হাদিস**। এ ব্যাপারে **ইমাম নববী (রঃ), ইমাম ছিয়তী (রঃ), মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ), ইমাম আজলুনী (রঃ) ও ইমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রঃ) সকলেই**

একমত। তাই যা "রেওয়াত বিল মায়ানা" হিসেবে সহি তা নিয়ে কটাক্য করা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

*[বিঃ দ্রঃ ইবনে তাইমিয়া {যে সর্ব প্রথম নবীজির রওজা যিয়ারত (নিয়ত করে) হারাম ফতোয়া দিয়েছিল}, সে ও তার সাংগ-পাংগুরা এই হাদিসটিকে জাল বলে বেড়াচ্ছে, অথচ শাইখুল আকবার আল্লামা ইমাম মহি উদ্দিন ইবনুল আরাবী (রাঃ), ইমাম নববী (রঃ), ইমাম ছিয়তী (রঃ), মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ), ইমাম আজলুনী (রঃ) এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত পেশ করেছেন। আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) ও আল্লামা ইমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) উনারা ইহা 'হাদিস' বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যাদের পায়ের ধুলার সমানও তারা হতে পারবে না।]

আল্লাহ্ গুপ্ত ভান্ডা ছিল (হাদিসে কুদছী)

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف

(কুন্তু কানজান মাহফিয়ান ফা আহবাবতু আন উরাফা ফা খালাক্বতুল খালক্বা লি উরাফা)

*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেন: আমি গুপ্ত ধণভান্ডার ছিলাম অতঃপর আমার ভিতর পরিচিত হইবার প্রেম জাগল অতঃপর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিচিত হইলাম।

* তাফছিরে আবু ছাউদ, [কৃত: ক্বাজী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মোস্তফা হানাফী (রঃ)] ২য় খন্ড, ২০৫ পৃ:;
* তাফছিরে কবীর, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)], ২৮তম খন্ড, ২১৫ পৃ:;
* তাফছিরে রুহুল মাআনী, [কৃত: আল্লামা আবুল আলুছী বাগদাদী আল হানাফী (রঃ)] ২৭তম খন্ড, ৩০ পৃ:;
* ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৫৪ পৃ:;
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)], ১ম খন্ড, ১২৯ পৃ:;
* মউজুয়াতুল কবীর, ৯৩ পৃ:;

১০ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন: لكن معناه صحيح *অর্থঃ কিন্তু এর মায়ানা সহি।**

এরপর তিনি উল্লেখ করেন: اى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ليعرفون كما فسره ابن عباس رضى الله عنهما।

অর্থাৎ, "আমি জিন ও মানুষ জাতিকে আমার ইবাদতের তথা আমার পরিচয় লাভের জন্য সৃষ্টি করেছি" যেমন তাফছিরে করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) (মওজুয়াতুল কবীর, ৯৩ পৃ:)।

পাশাপাশি "কাশফুল খফা, ২য় খন্ড" কিতাবেও **আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করেছেন لكن معناه صحيح অর্থাৎ, ইহার মায়ানা সহি।**

*সুতরাং এই হাদিসের 'মায়ানা' হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফছিরের সাথে মিল রয়েছে।

তথাপিও বিশ্বনন্দিত ইমাম ও মোফাচ্ছেরগণ যারা আহ্লে ক্বাশ্ফের আলিম ছিলেন তাঁদের কিতাবে ইহাকে হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। আর ওলীগণের কাশ্ফ পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং ওলীগণের কাশ্ফকে তিরস্তার করা পবিত্র কোরআনকে তিরস্কার করার শামিল।

*এই হাদিসের ব্যাপারে **'তাফছিরে রুহুল মায়ানীতে' উল্লেখ আছে:**

وانه ثابت كشفا و قد نص على ذلك الشيخ الاكبر قدس سره

*অর্থঃ **নিশ্চয় ইহা ক্বাশফের দ্বারা প্রমানিত। সর্বজন স্বীকৃত, শায়খুল আক্বার ইমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (কু: ছে:) এ ব্যাপারে নছ তৈরী করেছেন** (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৭ তম খন্ড, ৩০ পৃ:; আল মাসনু, ১৪২ পৃ: হাশিয়া)।

*যখন 'ক্বাশফের দ্বারা' ইহা প্রমানিত হয়ে গেছে এবং ইমামগণ ইহা গ্রহন করেছেন তখন এর উপর 'হাদিস নয়' এরকম কটুক্তি করা যুগের ইমামগণের কটুক্তির নামান্তর, আর হাদিস শরিফে রয়েছে: ومن اهن العالم فقد اهن النبى صلى الله عليه وسلم *যারা আলিমগণকে তিরস্কার করে তারা যেন নবীজিকে তিরস্কার করল (তাফছিরে কবির, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃ:)।

হুজুরী ক্বাল্ব প্রসঙ্গেঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة الا بحضور القلب

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি (দঃ) লা ছালাতা ইল্লা বে'হুজুরিল ক্বাল্ব)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: হুজুরী দেল ব্যতীত নামাজ হবে না।

* আল মু'তাছার মিনাল মুখতাছার মিন মুশকিলিল আছার, কৃতঃ আল্লামা ইমাম ইউছুফ হানাফী (রঃ);
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১১৯ পৃঃ;
* জায়াল হক্ব, কৃতঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ), তৃতীয়াংশে।
* যিয়াউল কুলুব, ৮৬ পৃঃ কৃতঃ আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);

ইহা রাসূলে পাক (দঃ) এর হাদিস।

এই হাদিসের সমর্থনে আরো গ্রহণযোগ্য হাদিস রয়েছে। যেমনঃ عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يتخشع في صلاته অর্থাৎ, হজরত আবু ছাইদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তির নামাজে খুশু/হুজুরী ক্বাল্ব নেই তার নামাজ হবেনা (জামেউল আহাদিছ, ৮ম খন্ড, ২৯১ পৃঃ; দায়লামী শরীফ; কানজুল উম্মাল, কৃতঃ আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুছামুদ্দিন হিন্দী, ৭ম খন্ড, ২১৩ পৃঃ; জামেঈল মাছানেদেউ ওয়াস সুনান)।

সুতরাং নামাজে খুশু তথা হুজুরী ক্বাল্ব না থাকলে নামাজ কবুল হবেনা, এই কথাকেই বলা হয় لا صلوة الا بحضور القلب অর্থাৎ, হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা।

এ সম্পর্কে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে: عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه অর্থাৎ, হজরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ তা'লা ঐ নামাজের দিকে নজর করেন না যে ব্যক্তির নামাজে দেহের সাথে ক্বাল্ব হাজির থাকেনা (মুসনাদে ফেরদৌছ; মুহাম্মদ ইবনে নছর তাঁর কিতাবুছ ছালাতে; এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ২০১ পৃঃ)।

সুতরাং নিজের মনকে ক্বাল্বে হাজির রেখে নামাজ পড়াকেই বলা হয় 'হুজুরী ক্বাল্ব'। একেই বলা হল لا صلوة الا بحضور القلب অর্থাৎ, হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহর নবী (দঃ) বলেনঃ
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ان الله لا يقبل من اعمالكم الا ما كان له خالصا (ক্বালা রাসূলুল্লাহি দঃ ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবালু মিন আমালিকুম ইল্লা মা কানা লাহু খালিছান)

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: ঐ আমল আল্লাহ তা'লা কবুল করেন না, যা তাঁর জন্য খালেছ ভাবে না করা হয় (নাসাঈ শরীফ, কিতাবুয জিহাদ; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃঃ; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম জিঃ ৫২৪ পৃঃ; জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ১১৪ পৃঃ)।

আল্লাহর জন্য খালেছ ভাবে আমলের আরেক নাম হল 'হুজুরী ক্বাল্বের' নামাজ। অপর হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

ان تعبدوا الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ, এমন ভাবে আল্লাহর বন্দেগী কর যেন আল্লাহকে দেখতে পাও, যদি তাঁকে না দেখ তাহলে বিশ্বাস রাখ তিনি তোমাকে দেখতেছেন (সহি বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১২ পৃঃ)।

আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার চেষ্টা করে নামাজ পড়াই হল হুজুরী ক্বাল্বের নামাজ।

*এরই প্রেক্ষিতে আরোও উল্লেখ আছেঃ عن بشر الحافي انه قال: من لم يخشع فسدت صلاته *অর্থঃ হজরত বশীর হাফি (রঃ) [তিনি ঈমাম আহমদ (রঃ) এর পীর এবং একজন বিশিষ্ট তাবেঈ] বলেনঃ যার খুশু তথা হুজুরী দেল নেই তার নামাজ ফাছেদ (তাফছিরে কবির শরিফ, ২৩ তম খন্ড, ৭৪ পৃঃ)।

সুতরাং তাবেঈ বশীর হাফী (রঃ) এর কউল তথা হাদিস দ্বারা প্রমান হয় খুশু বা হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা। একেই বলা হয় "লা ছালাতা ইল্লা বে'হুজুরীল ক্বাল্ব" তথা হুজুরী দেল ব্যতীত নামাজ (কবুল) হবেনা। এ জন্যেই **বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর জেকের শুণ্য নামাজ যত নিখুতই হোক ইহা আসমানের উপরে উঠেনা"।**

জিহাদে আকবর প্রসঙ্গে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر (রাজায়ানা মিন জিহাদীল আকবার ইলা জিহাদীল আছগার)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেনঃ আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদে প্রবেশ করছি।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃঃ, ২য় খন্ড,১৪৮ পৃঃ।
* তাফছিরে কবীর, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)] ১১তম খন্ড, ৯ পৃঃ, ২৩ তম খন্ড, ১৮১ পৃঃ।
* খতিবে বোগদাদী তাঁর 'তারিখে'- হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
* দ্বায়ফুজ জামে কিতাবে, (৪০৮০ নং হাদিস)।
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৭৫ পৃঃ (১৩৬০ নং হাদিস)।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৭৯ পৃঃ;
* মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৪ পৃঃ কৃতঃ ইমাম গাজ্জালী (রঃ);

ইহা সনদযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য তথা 'হাছান' হাদিস। তবে ইমাম আজলুনী (রঃ) বলেন:

رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر

অর্থাৎ, ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) এই হাদিস জাবের (রাঃ) হতে জয়ীফ সনদে উল্লেখ করেছেন। খতিবে বাগদাদী তাঁর তারিখে জাবের (রাঃ) হতে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৭৫ পৃঃ)।

তাফছিরে কবীর শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ আছেঃ اخرجه الخطيب البغدادى عن جابر كما في ضعيف الجامع ৪০৮০ وقال الالباني: ضعيف

অর্থাৎ, ইহা হজরত জাবের (রাঃ) হতে বের করেছেন খতিবে বাগদাদী, যেমনিভাবে 'জইফুয জামে' কিতাবে ৪০৮০ নং হাদিসে রয়েছে। আলবানী বলেছেনঃ জয়ীফ (তাফছিরে কবীর, ১১তম জিঃ ৯ পৃঃ; ২৩তম জিঃ ১৮১ পৃঃ)।

এর সমর্থনে আরেকটি সহি হাদিস রয়েছে, যেমনঃ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم افضل الجهاد جهاد النفس অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেনঃ সর্বোত্তম জিহাদ হল নাফছের' জিহাদ (মুসনাদে আহমদ; তিরমিজি শরীফ; সহি ইবনে হিব্বান; মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৪ পৃঃ)।

সর্বোপরি বলা যায়, যে হাদিস জয়ীফ সনদে বর্ণিত রয়েছে, সে হাদিসকে মওজু বলা কোন রাস্তা নেই। যেনে রাখা আবশ্যক যে, উছুলে হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী **কোন জয়ীফ হাদিসের সাথে সহি হাদিসের সাদৃশ্য থাকলে ঐ জয়ীফ হাদিসটিও ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়।** তাই এই হাদিস খানা সহি হাদিসের সাথে মিল থাকার কারণে ইহা শক্তিশালী হয়ে 'হাছান' পর্যায়ের হয়ে গেছে।

আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلاق باخلاك الله

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি দঃ তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ৫ম খন্ড, ৪৪৮ পৃঃ ও ৫৪৪ পৃঃ।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [কৃতঃ আল্লামা আবুল আলুছী বাগদাদী আল হানাফী (রাঃ)] ৩০ তম খন্ড, ৫০২ পৃঃ।
* তাফছিরে কবির শরিফ, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ৭ম খন্ড, ৬৬ পৃঃ; ৯ম খন্ড, ৫৫ পৃঃ; ২৪ তম খন্ড, ১৭৩ পৃঃ; ১১তম খন্ড, ৫১ পৃঃ।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১২৩ পৃঃ;

ইহা সহি হাদিস।

উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা বনী ঈসরাইলের নবীর সমতুল্য

علماء امة كالانبياء بنى اسرايل

(উলামা উম্মাতী কা'আম্বিয়াই বাণী ইসরাঈল)

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ঈসরাইলের নবীদের মত (সম্মানীয়)।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ৭৬ পৃ: ।
* তাফছিরে কবীর, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ২৭তম খন্ড, ১১১ পৃ: ।
* কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৬০ পৃ: ।
* মাকাছিদুল হাছানাহ, ২৮৬ পৃ: [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ছাখাবী (রঃ)] ।

এই হাদিসটি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করে যে, মওজু এই সেই। কিন্তু এই হাদিসটি 'রেওয়াত বিল মায়ানা' হিসেবে গ্রহন যোগ্য হাদিস,
الاخذ بمعناه التفتازاني وفتح الدين الشهيد وابوبكر الموصلي والسيوطي في الخصائص وله شواهد
অর্থাৎ, **আল্লামা তাফতাজানী (রঃ), ইমাম ফতহুদ্দিন শহীদ (রঃ), ইমাম আবু বকর মুছেলী (রঃ) ও ইমাম ছিয়ুতী (রাঃ) তাঁর 'খাছায়েছে' এই হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং হাদিসের 'মায়ানার' শাওয়াহিদ উল্লেখ করেছেন** (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৬০ পৃ:) ।

তাই এই হাদিস 'রেওয়াত বিল মায়ানা' হিসবে সহি। এর অন্যতম কারণ হল, হাশরের দিন আখেরী নবীর উম্মতের মর্যাদার আসন দেখে অন্য নবীগণ ও শহিদগণ ঈর্ষা করবে, যার এবারত এরুপঃ
عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (ص) ان من عباد الله لاناسا ما هم بانباء ولا شهداء يغبطهم الانباء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ....
অর্থাৎ, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলে পাক (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা নবী কিংবা শহীদ নয়, কিন্তু মাকাম দেখে নবীগণ ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন [আবুদাউদ শরিফ, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে, তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃ: সূরা ঈউনূসের ৬২ নং আয়াতের তাফছির; বায়হাক্বী তাঁর শুয়াইবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৯০ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর হুলিয়াতে, ৫/১; তাফছিরে দূর্রে মানছুর]
*বলুন এই হাদিস দ্বারা কি আখেরী নবী (দঃ) এর উম্মতের মর্যাদা ঐরুপ প্রমান হয়না?
*আপনারা সকলেই জানেন, অন্য নবীগণ আমাদের নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করতেন। এর মাঝে হজরত ঈসা (আঃ)-ই শেষ যুগে আমাদের নবীর উম্মত হবেন। তাহলে বলুন! আমাদের নবীর উম্মত বনী ঈসরাইলের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে কিনা? যদিও তাঁরা নবী নয়।

*এই নবীর উম্মতের মর্যাদা মহান আল্লাহ নবীদের সমান দিবেন তার আরো প্রমানিত হয় এই হাদিস দ্বারাঃ
عن عقبة بن عامر قال قال النبى (ص) لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب * অর্থাৎ, আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে খাত্তাবের পুত্র উমর (রাঃ)'ই হইতেন (তিরমিজি শরীফ:, মেসকাত শরীফ, ৫৫৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড; আশিয়াতুল লুমআত)।

*হজরত উমর যদিও নবী নয়, কিন্তু কামালতে নবুয়ত তাঁর মাঝে রয়েছে। সুতরাং এই নবীর উম্মতের মর্যাদা বনী ঈসরাইলের নবীদের মতই। কারণ উমর (রাঃ) আখেরী নবীর উম্মত হওয়া সত্বেও নবী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

*তাফছিরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছেঃ নবী করিম (দঃ) علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل এই হাদিসের সত্যতা প্রমানের জন্য মেরাজের রাতে ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) কে হজরত মুসা (আঃ) এর সামনে হাজির করালেন। মুসা (আঃ) বললেন: আপনার নাম কি? উত্তরে ঈমাম গাজ্জালী নিজের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, পৈর দাদার নাম এমনিভাবে ছয় পুরুষের নাম বললেন। আমি শুধু আপনার নাম জিজ্ঞাসা করেছি আপনি এত নামের তালিকা পেশ করলেন কেন? ঈমাম গাজ্জালী আদবের সাথে জবাব দিলেন, আড়াই হাজার বছর পূর্বে আপনিও তো আল্লাহ তা'লার ছোট্ট একটি প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনার হাঁতে কি? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, আমার হাঁতে লাঠি, ইহা দ্বারা গরু রাখি, গাছের পাতা পারি, এই সেই ইত্যাদি। হুজুর এত কথা বলার দরকার ছিল কি?
হজরত মুসা (আঃ) এই নবীর উম্মতের এলেম ও প্রজ্ঞা দেখে আশ্চয্য হয়ে এই নবীর উম্মতের মর্যাদা মেনে নিলেন (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ২৮৪ পৃ:; নূর নবী দঃ, ৯৬ পৃ:)।

সাহাবীগণ আকাশের তারকা তুল্য

اصحابي كانخوم بايهم اقتديتم اهتديتم

(আছহাবী কান নূজুম বি'আয়্যিহিম ইকদাইতিম ইহতেদাইতিম)

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকার মত, তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে যাবে।

* মেসকাত শরীফ, ৫৫৪ পৃঃ।
* মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ [কৃতঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)]।
* আশিয়াতুল লুমআত, [কৃতঃআল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)]।
* তাফছিরে কবীর শরিফ, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ২৫তম খন্ড,১৮৯ পৃঃ; ২৭ তম খন্ড, ১৪৮ পৃঃ; ১১তম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম আবুল আলুছী বাগদাদী (রাঃ)] ১২তম খন্ড, ৫১৩ পৃঃ; ২৫ তম খন্ড, ৪৪ পৃঃ।

* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃঃ, হাদিস নং-৩৮১।
* বায়হাক্বী শরীফ;
* দায়লামী শরিফ, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে।
* দারে কুতনী শরিফ।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৩৮ পৃঃ ৫ম খন্ড, ৮১ পৃঃ;
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৫১ পৃঃ;
* শিফা শরীফ, ২য় জিঃ ৪১২ পৃঃ;

এই হাদিস সম্পর্কে **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)** উল্লেখ করেন:

وقد ذكره ابن حجر العسقلاني فى تخريج احاديث انه ضعيف واه

অর্থাৎ, **নিশ্চয় আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) তাঁর 'তাখরিজে আহাদিছ'-এ এই হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই হাদিস 'জয়ীফ' পর্যায়ের** (মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ)।

সর্বোপরি এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের, কারণ অনেক সহি হাদিসের সাথে এর সার্দশ্য রয়েছে, যেমনঃ مثل اصحابى كمثل النجوم فى السماء من اخذ بنجوم منها اهدى *অর্থাৎ, আমার সাহাবীর মেছাল হল আকাশের তারকার মত, যে কেউ এর থেকে আলো গ্রহন করে সে হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে যাবে (বাইহাকী সহি সনদে; দায়লামী শরিফ; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১২ তম খন্ড, ৫১৩ পৃঃ; কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬৫ পৃঃ)।

সুতরাং হাদিসটি সহি হাদিসের সাথে মিল থাকায় ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে গেছে। "ইমামগণ হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন" আলবানী প্রথমে এই কথা বলে পরে আবার ঘড়ি মিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে জাল বলার বেহুদা চেস্টা করেছেন।

যে যাকে ভাল বাসবে সে তার সাথে থাকবে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি (দঃ) আল মারউ মায়া মান আহাব্বা)

*অর্থাৎ, নবী করিম (দঃ) বলেছেন: যে যাকে ভাল বাসে সে তার সাথেই থাকবে।

* সহি বুখারী শরিফ, কিতাবূল আদাব, باب: علامة حب الله عز وجل এই বাবে।
* সহি মুসলীম শরিফ, كتاب البر والصلة والاداب। باب: المرء مع من احب।
* জামেঈল মাছানিদ ওয়াছ্ ছুনান, [কৃতঃ হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ)] ৭-৮ খন্ড, ২২২৩ পৃঃ, হাদিস নং ৬০৩৪ নং,১১-১২ তম খন্ড,৩২১৫ পৃঃ।

* মজমুয়ায়ে জাওয়াঈদ, ৯ম খন্ড, ৩৬৪ পৃঃ,
* ইমাম তাবারানী (রঃ) "মুজামুল ছাগীর" (১ম জিঃ ৫৯, ৭৮, ১১২, ৩০৫, ৪১৮ পৃঃ)।
* আবু নুয়াইমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
* তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৮ পৃঃ।
* তিরমিজি শরীফ, ২য় জিঃ ৬৪ পৃঃ;

এই হাদিস সকল ইমামের মতে সহি।

মু'মীনের ক্বাল্বে আল্লাহর গুঞ্জায়েশ হয়

لا يسعوني ارضي ولا سماء ولكن يسعوني قلب العبد مؤمنين

(লা ইয়াছউনি আরদ্বী ওয়ালা ছামাঈ ওয়ালাকিন ইয়াছউনি ক্বাল্বু আব্দীল মু'মনিন)

*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেন: আসমান ও জমীনে আমার সংকুলান হয়না মু'মিন বান্দার দেল ব্যতীত।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ঈসমাঈল হাক্কী রেঃ)] ১ম খন্ড, ৪৪৬ পৃঃ; ২য় খন্ড, ৩১৬ পৃঃ; ৪র্থ খন্ড, ৫২০ পৃঃ।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১১৪ পৃঃ;
* কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৯১ পৃঃ;
* মওজুয়াতুল কোবরা, ২০৬ পৃঃ;

* মাকাছিদুল হাছানা, ৩৭৩ পৃ:;

#এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ছাখাবী (রঃ) বলেন 'এর কোন মারুফ বা পরিচিত সনদ রাসূল (দঃ) থেকে নেই অত:পর তাঁরা আরোও বলেছেন: ومعناه وسع قلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي

অর্থাৎ, এই হাদিসের অর্থ হল: মুমীনের ক্বাল্ব হল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আমার প্রতি মুহাব্বতের এবং আমার মারেফাতের স্থান (মাকাছিদুল হাছানা, ৩৭৩ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃ:; মওজুয়াতুল কোবরা, ২০৬ পৃ:)।

তাই এই হাদিস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য গ্রহনযোগ্য, উড়িয়ে দেওয়ার কোন রাস্তা নেই যেহেতু ইবনে তাইমিয়া এর মত লোক ও সর্বত্র মান্য ইমাম ছাখাবী (রঃ) ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্যে তা গ্রহন করেছেন।

#এই হাদিসকে 'হাদিস' বলে সম্বোধন করেছেন **১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) বলেন:**

كما سياتي في الحديث ما وسعني ارضي অর্থাৎ, যেমনি ভাবে হাদিসে এসেছে "মা ওয়াছয়ানী আরধী.." অর্থাৎ, যেমন হাদিসে এসেছে "মা ওয়াছয়ানী আরধী..." (মওজুয়াতুল কবীর, ৮৭ পৃ:)।

সামান্য সময় ধ্যাণ করা ৬০ বছর বন্দেগীর সমতুল্য সওয়াব

قال عليه الصلاة والسلام تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة وفى رواة ستين سنة

(ক্বালা আলায়হিছ ছালাতু ওয়াছ ছালাম তাফাক্কারু ছায়াতুন খায়রু মিন ইবাদাতী ছাবয়ীনা ছানাতীন ওয়া ফি রেওয়াতী ছিত্তিনা ছানাতীন)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) ব লছেন: এক মুহুর্ত নেক চিন্তা করা ৭০ বৎসর এবাদতের চেয়ে উত্তম, অন্য রেওয়াতে রয়েছে ৬০ বছর।

* মুসনাদে ফিরদৌস, [কৃত: ইমাম দা: লামী (রঃ)] (৭০/২) হাদিস নং ২৩৯৭,
* মুসনাদে আবু নুয়াঈম, (২০৯/১), হজরত আবু দারদা (রাঃ) হতে 'হাছান' সনদে।
* জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৩৬৫ পৃ:;
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ১৯ পৃ:; ২য় খন্ড, ১৭০ পৃ:;

* তাফছিরে কবীর, ২২তম খন্ড, ৪৬ পৃ:।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১-১২ তম খন্ড।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৬২ পৃ:;
* মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:;
* মওজুয়াতুল কবীর, ৫৬ পৃ:;
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৭৮ পৃ:;

এই হাদিসের সনদে "সাইদ ইবনে মাইছারা" নামক একজন রাবী রয়েছে যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রাঃ) 'মুনকার' রাবী বলেছেন। আর 'মুনকার' রাবীর বর্ণিত হাদিস 'জাল' বলা যায়না।

* ... عن ابن عباس وابي الدارداء بلفظ فكرة ساعة خير من অর্থাৎ, হাদিসখানা হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। **ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) হাদিসটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে উল্লেখ করে বলেছেন এর সনদ 'জয়ীফ'** (জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৩৬৫ পৃ:)।

হাফিজ ইরাকী (রঃ) তাঁর "তাখরিজুল এহইয়া" নামক কিতাবে বলেন: হাদিসটি দূর্বল এবং অনেক শাওয়াহিদ রয়েছে (ছিলছিলায়ে দ্বয়িফা; আল লায়ালী)।

আশ্চর্যের বিষয় যে, ইমাম আবু নুয়াইম, ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী ও হাফিজ ইরাকী (রঃ) এর এই মন্তব্যের পরেও 'কাঠ মিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী' হাদিসটিকে জাল বলার অপচেস্টা করেছেন।

হাদিসটি 'জয়ীফ' হলেও জাল নয়। সর্বসম্মতিক্রমে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিস গ্রহণ যোগ্য।

তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু

قال رسول الله (ص) التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি (দঃ) আত তাইবু হাবিবুল্লাহ)

*অর্থঃ হজরত রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু, গোনাহ্ থেকে তওবাকাবী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গোনাহ্ নেই।

*মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬০ পৃ: কৃত: হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রঃ);

এই হাদিস উল্লেখ করার পর 'মুকাশাফাতুল কুলুব' কিতাবের হাশিয়ায় লিখা আছে: حسن بطريقه অর্থাৎ, এই হাদিসের 'সনদ হাছান' (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬০ পৃ:)।

সর্বোপরি এই হাদিসের মায়ানা পবিত্র কোরআনের আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ আল্লাহ তা'লা বলেন: ان الله يحب التوبين "ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন" অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তওবা কারীকে ভালবাসেন (সূরা বাকারা: ২২২)। সুতরাং আল্লাহ যাকে ভালবাসের তিনিই আল্লাহর বন্ধু হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

মু'মীনের ক্বাল্ব আল্লাহর আরশ

قال رسول الله (ص) قلوب المؤمنين عرش الله

(ক্বালা রাসূলুল্লাহি (দঃ) কুলুবুল মুমিনীনা আরশুল্লাহ)

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেন: মু'মিনের দেল আল্লাহর আরশ।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)] ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃ:।
* সেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)]।
* মওজুয়াতুল কোবরা, ১৭০ পৃ:;
* কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৯১ পৃ:;
* মওজুয়াতুল কবীর, ৮৭ পৃ:;

*এই হাদিসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে: وعن ابن عباس رضى الله عنهما (ص) جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل ولا نهار اشار بالجبل الى جسد محمد صلى الله عليه وسلم وبعرش الرحمن الى قلبه

*অর্থাৎঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হল মক্কার পাঁহাড় যাতে রয়েছে রহমানের আরশ, যেখানে কোন রাত-দিন নেই। পাঁহাড় দ্বারা নবীজি নিজের দেহকে ঈশারা করেছেন। আর 'আরশে রহমান' দ্বারা ঈশারা করেছেন তাঁর ক্বাল্বের প্রতি (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয়, মানব দেহে আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে, আর তা হল ক্বাল্ব।

এই হাদিস সামান্য শাব্দিক পার্থক্যে **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) বলেনে: اقول لكن معنى صحيح অর্থাৎ, আমি বলি এই হাদিসের মায়ানা সহি** (মওজুয়াতুল কবীর, ৮৭ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৯১ পৃ:; ৩মওজুয়াতুল কোবরা, ১৭০ পৃ:)।

সুতরাং যে হাদিসের মায়ানা সহি সে হাদিসকে হাদিস বলে বর্ণনা মোটেই দূষের কিছু নয়, আর এ ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামগণ ও ফকিহ্গণ সকলেই একমত।

মু'মীনে কামেল আল্লাহর নুও দিয়ে সব কিছু দেখে

قال رسول الله (ص) اتقوا فرسة المؤمنين فانه ينظروا بنور الله

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: তোমরা মু'মিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহর নূর দিয়ে তাঁরা দেখে।

* জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃ:।
* তাফছিরে কাবির শরিফ, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃ:; ২৩তম খন্ড, ২৩১ পৃ:।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ৫৯০ পৃ:; ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃ:।
* তাবারানী তাঁর "আওছাতে" ২য় খন্ড, ২৭১ পৃ: ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯ পৃ:। (সনদ: হাছান)
* তাবারানী তাঁর "কবিরে" (১০২/৮) হা: নং ৭৪৯৪।
* 'মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' (২৭১/১০)।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ১২২ পৃ:;
* আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃ:;
* তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃ:;
* নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হা:;
* তাফছিরে তাবারী, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃ:;
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খন্ড, ৪২৯ পৃ:;
* তাফছিরে খাজেন, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃ:;

* তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃঃ;
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃঃ;
* মাকাছিদুল হাছানা, ১৯ পৃঃ;
* জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ১৬ পৃঃ;
* হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃঃ;
* তারিখে বোগদাদ, ৯৯/৫;

*এই হাদিস সম্পর্কে **আল্লামা হাফিজ হায়ছামী (রঃ) বলেনঃ**

قال الحافظ الهيثمي: اسنده حسن

অর্থাৎ, হাফিজ ইবনে হাজর হায়ছামী (রঃ) বলেনঃ এই হাদিসের সনদ 'হাছান' (তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খন্ড, ২৭১ পৃঃ হাশিয়াঃ; মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২৭১/১০; হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃঃ; মুসনাদে শিহাব, ১ম খন্ড, ৩৮৭ পৃঃ)।

এই হাদিসের একটি সনদে راشد بن سعد (রশিদ ইবনে ছাইদ) নামক একজন রাবী রয়েছে যাকে ওহাবীরা দূর্বল বলতে চায়। অথচ ইমামগণ তার ব্যাপারে বলেছেন, وثقه ابن معين وابو حاتم وابن سعد অর্থাৎ, **তাঁকে ইমাম ইবনে মুঈন, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম ইবনে সাঈদ (রঃ) বিশ্বস্থ বলেছেন।**

وقال احمد و الداقطني: يعتبر به, لا باس به অর্থাৎ, **ইমাম আহমদ ও ইমাম দারে কুতনী (রঃ) বলেনঃ তার উপর নির্ভর করা যায়, তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই** (দেখুনঃ ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী কৃত 'মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ২৯৩ পৃঃ)।

*ইমাম তিরমিজি (রঃ) এই হাদিস উল্লেখ করে বলেনঃ هذا حديث غريب অর্থাৎ, এই হাদিস 'গরীব' তথা একজন রাবী কতৃক বর্ণিত (তিরমিজি শরীফ, ২য় জিঃ ১৪৫ পৃঃ)।

ইমাম তিরমিজি (রঃ) এর কাছে একজন রাবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এজন্যে তিনি এই হাদিসকে 'গরীব' বলেছেন, **অন্যথায় এই হাদিস 'গরীব' নয় মোট ৫জন রাবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, 'গরীব' মানে 'জয়ীফ' নয়।** 'গরীব হাদিস' হল যে হাদিস মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন সে হাদিসকে 'গরীব হাদিস' বলে। গরীব হাদিস সহি হতে পারে, যেমন সহি বুখারী

শরীফের প্রথম হাদিস হলঃ انا العمال بالنية অর্থাৎ, নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অথচ এই হাদিস 'গরীব সনদের' কিন্তু সহি। **ইমাম তিরমিজি (রঃ) এর কাছে হাদিসটি গরীব সনদের হলেও সহি, কারণ এই হাদিস 'জয়ীফ' হলে তিনি 'জয়ীফ' উল্লেখ করতেন।** এই হাদিস মোট পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, যেমনঃ হজরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ), হজরত ইবনে উমর (রাঃ), হজরত আবু উমামা (রাঃ), হজরত ছাওবান (রাঃ) ও হজরত আনাস (রাঃ)। কোন দূর্বল হাদিস যদি একাধিক রাবী থেকে বর্ণিত থাকে তখন দূর্বল হাদিসটিও ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়।

নবীজিকে না বানাইলে কোন কিছুই বানাইতেন না।

قال الله تعالى لو لك ما خلقة الافلاق

*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেনঃ হে নবী! আপনাকে না বানাইলে কোন কিছুই বানাইতাম না।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ইমাম ইসমাইল হাক্কী (রঃ)] ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃঃ; ও ৪৩০ পৃঃ।
* মওজুয়াতুল কবীর, ১০১ পৃঃ [কৃতঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)]
* কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৪৮ পৃঃ;
* মুজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) তাঁর "মাকতুবাত ৯ম খন্ড, ১৫৫ পৃঃ; মাকতুবাত নং ১২২" -এ উল্লেখ করেছেন।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১০২ পৃঃ।
* আশ শিহাবুছ ছাকিব, ৫০ পৃঃ কৃতঃ মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানী (রঃ)।

১০ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) ও আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করেই বলেছেন اقول لكن معنا ه الصحيح অর্থাৎ, আমি বলছিঃ কিন্তু ইহার মায়ানা সহি** (মওজুয়াতুল কবীর, ১০১ পৃঃ; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৪৮ পৃঃ)।

***এই হাদিসের 'মায়ানা' সহি হওয়ার কারণ এর মায়ানার সাথে অন্য সহি হাদিসের মিল রয়েছে, যেমনঃ-

*দলিলঃ قار رسول الله اتنى جبراءل فقال يا محمد ان الله يقول لو لاك ما خلقت الجنة ولو لاك ما خلقت النار *অর্থাৎ, জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন: হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আল্লাহ তা'লা বলেছেন আপনাকে না বানাইলে জান্নাত ও জাহান্নাম বানাইতেন না {দায়লামী শরিফ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে, মওজুয়াতুল কবীর, ১০১ পৃ: সহি সনদে}

*এজন্যই হয়ত মহান আল্লাহ আদম (আঃ) কে বলেছেন ولو لا محمد لما خلقتك*হে আদম! আমি মুহাম্মদ কে না বানাইলে তোমাকেও বানাইতাম না (বায়হাক্বী দালাইলে নবুয়ত, ৫ম খন্ড; অফাউল অফা, ২য় জি: ২২২ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ: সহি সনদে)। অন্য হাদিসে আছেঃ

*দলিলঃ لو لاك ما خلقت الدنيا *অর্থাৎ, হে নবী! আপনাকে না বানাইলে দুনিয়া বানাইতাম না (তারিখে ইবনে আসাকির, মওজুয়াতুল কবির, ১০১ পৃ: মরফূ সনদে)।

*দলিলঃ عن ابن عباس (رض) قال اوحى الله الى عيسى عليه السلام يا عيسى امن بمحمد وامر ادركه من امتك ان يؤمنوا به فلو لا محمد ما خلقت ادم ولو لا محمد ما خلقت الجنة ولا النار

*অর্থাৎ, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'লা হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহি নাজিল করলেন যখন তোমার উম্মতকে মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি ঈমান আনতে বলবে, কেননা আমি মুহাম্মদকে না বানাইলে- না আদমকে বানাইতাম, না বেহস্ত না দোজখ (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:সহি সনদে; সিফাউস ছিকাম, আফদ্বালুল কোরা; অফাউল অফা; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৯ পৃ:) সনদ বিশুদ্ধ।

*দলিলঃ هذا نورنبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفلا الارض محمد ولو لا محمد ما خلقتك *অর্থাৎ, আদম (আঃ) কে আল্লাহ বললেন ইহা নূরে মুহাম্মদী তোমার বংশধরদের মাঝে। আসমানে তাঁর নাম আহমাদ, জমীনে

তাঁর নাম মুহাম্মদ। যদি তিনি না হতেন আমি আসমান-জমীন এমনকি তোমাকেও বানাইতাম না (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭০ পৃ:)।

*দলিলঃ عن علي بن ابي طليب (رض) قال قال رسول الله (ص) قال الله تعالي وعظتي وظلالي لو لك ما خلقة السماء والارض

*অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ তা'লা বলেছেন: হে মুহাম্মদ! আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম! আপনি না হলে আমি না আসমান বানাইতাম না জমীন বানাইতাম (ইনসাসুল উয়ূন, ১ম খন্ড, ১৫৭ পৃ:)।

*দলিলঃ عن علي بن ابي طليب (رضي) عن الرسول (ص) قلت يا ربي لما خلقتاني؟ فقال: وعظتي وظلالي لو لك ما خلقة السماء والارض -*অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত ..... আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমার রব! আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আপনাকে না বানাইলে আসমান জমীন কিছুই বানাইতাম না (নজহাতুল মাজালিস, ২য় খন্ড, ১১৯ন পৃ:)।

*এরুপ অনেক হাদিস রয়েছে। সর্বোপরি প্রমানিত হল যে, রাসূল (দঃ) এর উছিলায় আল্লাহ সব কিছু তৈরী করেছেন। অর্থাৎ, রাসূল (দঃ) কে না বানাইলে আল্লাহ আসমান জমীন, জান্নাত জাহান্নাম, দুনিয়া এক কথায় কোন কিছুই বানাইতেন না। আর এই কথাটাকেই বলা হয়: لو لاك ما خلقت الافلاك

নবীজিকে আওয়াল আখেরের ইলিম দেওয়া হয়েছে

علمت علم الاولين والاخرين

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন: আওয়াল থেকে আখের পর্যন্ত সকল এলেম আমি জেনে গেছি।

*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃত: আল্লামা ঈসমাইল হাক্বী (রঃ)} ৫ম খন্ড, ৫০০ পৃ:।
*তাবারানী শরিফ।

ইলিম অর্জন কর যদি চীনে হয়

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلوبوا العلم ولو كان با لصين

*অর্থঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (দঃ) বলেন: এলম অর্জন কর যদিও চীনে হয়।

*বায়হাক্বী শুয়ায়েবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৭২৪ পৃ:।
*ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে, ১১৮/৪;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃত: আল্লামা ঈসমাইল হাক্বী (রঃ)} ২য় খন্ড, ৪০২ পৃ:।
*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬০ পৃ:; এরুপ আরো একটি হাদিস রয়েছে।
*খতিবে বোগদাদী তাঁর 'তারিখে' ৩৬৪/১;
*জামেউল আহাদিছ, ১ম খন্ড, ৪৬৩ পৃ:;
*ইমাম উকাইলি তাঁর 'কিতাবুদ দ্বোয়াফায়' ২৩০/১;
*আবু নুয়াইম তাঁর 'তারিখে ইছবাহানে' ১৫৬/২;

এই হাদিস সম্পর্কে **ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেন:** هذا الحديث متنه مشهور واسنده ضعيف অর্থাৎ, **এই হাদিসের মতন মশহুর বা সু-পরিচিত আর সনদ 'জয়ীফ'** (শুয়াইবুল ঈমান, ২য় ড, ৭২৪ পৃ:)।

সুতরাং এই হাদিসকে ভিত্তিহীন বা জাল বলার কোন রাস্তা নেই কেহেতু এর গ্রহণযোগ্য সনদ রয়েছে। الضعيف يعمل به في الفضائل باتفاق অর্থাৎ, সকল ইমামের মতে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয (ফাতহুল কাদীর, রুহুল বয়ান)।

নামাজ মু'মীনের মেরাজ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة معرج المؤمنين

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন: নামাজ মু'মিনের মেরাজ।

*তাফছিরে কবীর শরীফ, {কৃত: ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)} ১ম খন্ড, ২৬০ পৃ:।
*দ্বিয়াউল কুলুব, কৃত: হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৫৩৬ পৃ:;

ইলিম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেছেন: এলেম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

*বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৭২৪ পৃ: হজরত আনাছ (রাঃ) থেকে ৬ টি সনদে উল্লেখ আছে।
*তাবারানী তাঁর 'আওছাতে' আনাছ (রাঃ) থেকে (২য় খন্ড, ৪৮ পৃ: ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৯, ২৯৮ ও ২৩১ পৃ:)।
*খতিবে বোগদাদী তাঁর তারিখে, ৪০৭/১;
*সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ;
*মেসকাত শরীফ ইলিম অধ্যায়ে;
*ইবনে আদী তাঁর 'কামিলে' ২৪২/৫;
*তাবারানী তাঁর 'মুজামুছ ছাগিরে' ১৯২/১; হজরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতে।
*তাবারানী তাঁর কবিরে (১০৪৩৯/১০); ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে।
*কানজুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৫৭-৬০ পৃ: এরুপ মোট চটি হাদিস বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে।
*ইমাম উকাইলী (রঃ) তাঁর 'কিতাবুদ দ্বোয়াফায়' ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়াতে' ৩২৩/৮;
*ইমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) তাঁর 'মুসনাদে' সহি সনদে উল্লেখ আছে।
*'কাশফুল খফা' ৫৬/২; হা: নং ১৬৬৫।
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান;

*এছাড়াও উল্লেখিত কিতাব গুলো সহ অন্য কিতাবেও হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে।
এই হাদিস বিশুদ্ধ।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলিম অর্জন কর

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

*অর্থঃ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলম অর্জন কর।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃতঃ আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)} ৫ম খন্ড, ৩১৩ পৃঃ।

আল্লাহকে দাড়ি-গোফ বিহীন দেখেছি

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى على صورة شاب امرد

*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ আমি আমার রবকে দাড়ি-গোফবিহীন যুবকের ন্যায় দেখেছি।

*জামেউল আহাদিছ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৬ পৃঃ;
*মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃঃ;
*তাবারানী তাঁর মুজামুল কবীরে;
*ইবনে আদী তাঁর 'কামিল'-এ ২৬১/২;
*মওজুয়াতুল কোবরা, ১২৬ পৃঃ;
*তারিখে বাগদাদ, ২১৪/১১;
*দেওবন্দীদের কিতাবঃ "তালিকুছ ছবিহ"।
*ছেরুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১০১ পৃঃ;
*শরহে বোখারী ফায়জুল বারী, [কৃতঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী সাহেব]।
*হাটাজারী থেকে প্রকাশিতঃ "তানজিমুল আশতাত ফি হাল্লিল মিসকাত" এ সনদ সহ উল্লেখ আছে।
*আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর "মিরকাত শরহে মিসকাত" এ সনদ সহ হাদিসটি উল্লেখ আছে।
*প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল জলীল সাহেব (রঃ) এর "নুর নবী" কিতাবে ১১১ পৃঃ হাদিসটি ভাল মন্তব্যের সাথে উল্লেখ আছে।

হাদিসের সনদ হল (১): ابرهيم بن ابي سويد واسود بن عامر حدثان حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا...

হাদিসের আরেকটি সনদ এরূপ (২): قال ابن عدي: عبد الله بن عبد الحميد الوسطي حدثنا نضر بن سلمة شاذان حدثنا الاسود بن عامر عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس...

এই হাদিসের আরেকটি সনদ রয়েছে (দেখুনঃ মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃঃ)।

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেনঃ

حديث ابن عباس صحيح لا ينكره الا معتزلي

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস খানা সহি, একমাত্র মুতাজিলী ব্যতীত কেহই এর এনকার করেননি (মওজুয়াতুল কোবরা, ১২৬ পৃঃ)।

আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেনঃ هو حديث صحيح অর্থাৎ, এই হাদিস সহি (জামেউল আহাদিছ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, এই হাদিসের তিনটি সনদই বিশুদ্ধ। তবে এই হাদিসটি 'মুতাশাবিহাহ' এর অন্তর্ভূক্ত, যার প্রকৃত অবস্থা রহস্যাবৃত। অর্থাৎ এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহন করা যাবে না।

উম্মতের এখতেলাফ রহমত

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتى رحمة

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের ইখতেলাফ রহমত।

*জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ২৪ পৃঃ;
*কানজুল উম্মাল, ১০খন্ড, ৫৯ পৃঃ।
*জামেউল আহাদিছ;
*মাকাছিদুল হাছানা, ২৬ পৃঃ;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃঃ;
*মওজুয়াতুল কোবরা, ৫১ পৃঃ
*মওজুয়াতুল কবীর, {কৃতঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)} ২৬ পৃঃ।

এই হাদিস উল্লেখ করে আল্লামা আজলুনী (রঃ) ইমাম ছাখাবী (রঃ) লিখেনঃ رواه البيهقي في المداخل بسند منقطع عن ابن عباس

অর্থাৎ, ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'মাদ্বাখিলে' মুনকাতে সনদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (মাকাছিদুল হাছানা, ২৬ পৃঃ; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃঃ; মওজুয়াতুল কোবরা, ৫১ পৃঃ)।

*হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) এই হাদিস সম্পর্কে বলেন: انه حديث مشهور على الالسنة অর্থাৎ, *নিশ্চয় ইহা সুন্নাহর আলোকে মশহুর হাদিস* (মাকাছিদুল হাছানা, ২৭ পৃঃ; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃঃ)।
*ইমাম কুরতবী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন 'গরীব'।

*ইমাম ছিয়তী (রঃ) "নহরুল মুক্বাদ্দাছি ফিল হুজ্জাহ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
* ذكره البيهقي في رسالته الاشعرية بغير اسناد অর্থাৎ, ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) তাঁর "রিসালায়ে আসয়ারিয়া" কিতাবে সনদ বিহীন উল্লেখ করেছেন।

[হাদিসটি সনদে দূর্বল হলেও এর সমর্থনে অনেক হাদিস রয়েছে, আর এমন দ্বায়িফ হাদিসের সমর্থনে অন্য একাধিক রেওয়াত থাকলে সবগুলো রেওয়াত একত্রে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়]

* عن ابن عباس مرفوعا اختلاف اصحابى لكم رحمة *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মরফু হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল পাক (দঃ) বলেছেন: আমার সাহাবীদের এখতেলাফ তোমাদের জন্য রহমত (মুসনাদে ফিরদাউছ, মওজুআতুল কাবির, ২৬ পৃঃ; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃঃ; মওজুয়াতুল কোবরা, ৫২ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় যে, উম্মতের এখতেলাফ আর সাহাবীদের এখতেলাফ একই কথা কারণ সাহাবীগণও নবীজির উম্মত। আরেকটি হাদিস:-
* ذكر ابن سعد في طبقاته عن القاسم بن قال كان اختلاف اصحابى محمد رحمة للناس *অর্থঃ ইবনে সাদ তাঁর 'ত্বকায়' বর্ণনায় করেন, কাছেম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন: মুহাম্মদ (দঃ) এর সাহাবীগণের এখতেলাফ লোকদের জন্য রহমত (মওজুআতুল কাবির, ২৬ পৃঃ; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃঃ; মাকাছিদুল হাছানা, ২৬ পৃঃ)।

*সুতরাং সব গুলো সনদ মিলিয়ে হাদিসটি ক্বাবী বা শক্তিশালী।

আলিমের চেহারার দিকে নজর করা ইবাদত

قال رسول الله نظر العالم عبادة অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আলিমের চেহারার দিকে নজর করাও ইবাদত।

*দায়লামী শরীফ, হজরত আনাস (রাঃ) হতে মরফূ রুপে।
*হজরত ছাময়ান ইবনে মাহদী (রঃ) তাঁর 'নূছখায়' হজরত আনাস (রাঃ) হতে মরফূ রুপে।
*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃঃ।
*মাকাছিদুল হাছানা, ৪৪৬ পৃঃ।

*হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে: قلت يا جبريل اي اعمال افضل لامتي؟ قال: العلم قلت ثم اي؟ قال: النظر الى العالم قلت ثم اي؟ قال زيارة العالم
*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন: আমি জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাইল আমার উম্মতের জন্য উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: ইলিম। আমি বললাম এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আলিমের দিকে নজর করাও উত্তম ইবাদত। আমি বললাম এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আলিমের সঙ্গলাভ (তাফছিরে কবীর শরীফ, কৃত: 'ইমাম ফরুদ্দিন রাজী রঃ' ২য় খন্ড, ১৯১ পৃঃ)।

এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয়, আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত।
*মুস্তাদরাকে হাকেম শরীফে এরুপ রয়েছে: عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله رص النظر الى وجه على عبادة *অর্থঃ হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন রাসূল (দঃ) বলেছেন: আলী (রাঃ) এর চেহারার দিকে নজর করা ইবাদত (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৬১ পৃঃ) (ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) ও ইবনে মাছউদ (রাঃ) থেকেও আরোও ২টি রেওয়াত রয়েছে)

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) রেওয়াতটিকে সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) বলেন: هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। হজরত আলী (রাঃ) একজন প্রকৃত আলিম, আর আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত তা এই হাদিস দ্বারাও সমর্থিত হয়।

*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬৪ পৃ: কিতাবে মুসনাদে ফেরদৌছের রেফারেন্সে উল্লেখ রয়েছে: عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) مجالسة العلماء عبادة অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (দঃ) বলেছেন, আলিমগণের মজলিস বা বৈঠক এবাদত। যিয়ারত ও মজলিস একই কথা, কারণ মজলিসের মাধ্যমেই আলিমের দিকে নজর করা সম্ভব হয়।

*তাফছিরে কবিরে, ২য় জি: ১৯২ পৃ: এভাবে রয়েছে: عن الحسن البصرى:....والنظر فيه عبادة অর্থাৎ, আলিমের দিকে তাকানো ইবাদত।
সর্বোপরি "আলিমের চেহারার দিকে নজর করা ইবাদত" ইহা উল্লেখিত হাদিস গুলো দ্বারা প্রমানিত হয়। যেমনিভাবে 'মায়ের' চেহারার দিকে তাকালে কবুল হজ্বের সওয়াব লাভ হয় তেমনি আলিমের চেহারার দিকে তাকালে ঐরুপ সওয়াব লাভ হয়।

তিনটি জিনিসের দিকে তাকানো এবাদত: পিতা-মাতা, কাবা ঘর ও কোরআন শরীফ (মাকাছিদুল হাছানাহ)।

আলিমের ঘুম জাহেলের ইবাদতের উত্তম

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نوم العالم خير من عبادة العابد
অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আলিমের ঘুম আবিদ লোক তথা মূর্খ লোকের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৬০ পৃ:; হাদিস খানা 'রেওয়াত বিল মায়ানা' হিসেবে বিশুদ্ধ।
*"তাফছিরে কবীরের" ২য় জি: ১৮৯ পৃ:
এভাবে রয়েছে: نوم العالم عبادة।

*অপর হাদিসে রয়েছে: عن سلمان قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نوم علي العلم خير من صلاة علي جهل অর্থাৎ, ইলিমের উপর ঘুমানো মূর্খ

ব্যক্তির নফল নামাজের চেয়ে উত্তম (কানজুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৬১ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর হিলয়াহ; জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৫৫৬ পৃ:)।

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) এই হাদিসকে 'জয়ীফ' বলেছেন (জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৫৫৬ পৃ:)।
ফাজায়েল তথা মর্যাদার ক্ষেত্রে গায়রে মোখালেফ জয়ীফ হাদিস গ্রহণযোগ্য। সুতরাং "আলিমের ঘুম মূর্খ ব্যক্তির নফল সালাতের চেয়ে উত্তম" তা এই হাদিসেও প্রমান হল। উল্লেখ্য যে, ইমাম ছিয়তী (রাঃ) যেখানে হাদিসটিকে 'জয়ীফ' পর্যায়ের বলেছেনে সুতরাং ইহাকে 'মওজু হাদিস' বা ভিত্তিহীন বলার কোন রাস্তা নেই।

দুইবার জন্ম হওয়া সম্পর্কীত

لن يلج الانسان الى ملكوت السموت حتى يولد مرتين كما يولد الطير مرتين
অর্থঃ হজরত ঈসা (আঃ) বলেন: পাখি যেমন দুইবার জন্ম গ্রহন করে, মানুষ তেমনি দুইবার জন্মগ্রহন না করলে আসমান সমূহের মালাকুতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৭৭ পৃ:;
[বি: দ্র: পাখির ডিম হয়ে একবার জন্ম হয় ও আরেকবার ডিম থেকে বাচ্চা রুপে জন্ম হয়; মানুষের মায়ের গর্ভ থেকে একবার জন্ম ও আরেকবার আত্মার জন্ম]

আল্লাহর ওলীগণ অমর

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اولياء الله لا يموت
*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেন: সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের মৃত্যু নেই।

*মুসনাদে ফেরদাউস, কৃত: ঈমাম দায়লামী (রঃ)।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৪ পৃ:।
*সেররুল আসরার, কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ); (শাব্দিক ব্যবধানে)।

আলিমগণ জান্নাতের চাবী ও নবীর খলিফা

قال رسول الله (ص) العلماء مفاتح الجنة و خلفاء الانبياء

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আলিমগণই বেহেস্থের চাবি ও নবীগণের খলিফা ।

*তাফছিরে কবীর শরীফ, {কৃত: ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)} ২য় জি: ১৯০ পৃ: ।
*জামেউছ ছাগীর;

ফকির লোকের ভালবাসা জান্নাতের চাবী

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (ص) ان لكل شئ مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء

*অর্থঃ হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় প্রত্যেক জিনিসের চাবি রয়েছে, আর জান্নাতের চাবি হল মিছকীন ও ফকির লোকের ভালবাসা।

*ইবনে লালী, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে।
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১২৯ পৃ:, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।
*জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৪৪৯ পৃ:;
*হাফিজ ইরাকী তাঁর 'মুগনী'-তে হজরত উমর (রাঃ) হতে;

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (র'ঃ) হাদিসটিকে 'জয়ীফ সনদের' বলেছেন। তবে হাদিসটি জয়ীফ হলেও মওজু বা ভিত্তিহীন নয়।

এ জন্যে حب لفقراء مفتاح الجنة অর্থাৎ, "ফকির লোকের ভালবাসা বেহেস্থের কুঞ্জি" অথবা مفتاح الجنة حب المساكين অর্থাৎ, "মিছকীন লোকের ভালবাসা বেহেস্থের কুঞ্জি" উভয়টি হা ীসের ভাষ্য।

নবীজি আল্লাহর নূর থেকে আর সকল কিছু নবীর নূর থেকে

قال رسول الله (ص) انا من نور الله والخلق من نورى

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি জগতের সব আমার নূর থেকে।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃত: আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)} ২য় খন্ড, ৩৭১, ৪২৯ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ২৪১ পৃ: আরোও অনেক জায়গায় হাদিসটি সামান্য পার্থক্যের সাথে উল্লেখ আছে।
* মতায়েলুল মুসার্‌রাত শর্‌হে দালায়েলুল খায়রাত।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৯ পৃ:;
* মুওজুয়াতুল কবীর, ৪০ পৃ:;
* মওজুয়াতুল কোবরা, ৭২ পৃ: [কৃত: মোল্লা আলী ক্বারী র:];
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃ: [কৃত: ইমাম আজলুনী র:];
* মাকাছিদুল হাছানা, ৯৮ পৃ: [কৃত: ইমাম ছাখাবী র:];

হাদিসটি উল্লেখ করে ইমাম ছাখাবী (রঃ), আল্লামা আজলনী (রঃ), আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) লিখেন: قال السخاوي:هوعند الديلمي بلا اسناد عن عبد الله بن جراد مرفوعا انا من الله عز وجل والمؤمنون مني

অর্থাৎ, ইমাম ছাখাবী (রঃ) বলেন: এই হাদিস ইমাম দায়লামী (রঃ) তদীয় কিতাবে সনদবিহীন এভাবে উল্লেখ করেছেন: 'আমি আল্লাহ (নূর) হতে আর সকল কিছু আমার (নূর) হতে (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃ:; মওজুয়াতুল কোবরা, ৭২ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানা, ৯৮ পৃ:)।

তাই ইমাম দায়লামী (রঃ) প্রতি আস্থা রেখে হাদিসটি গ্রহণ করা যায়, কেননা বুখারী শরীফেও এরুপ অনেক সনদবিহীন "তা'লিক হাদিস" রয়েছে যে গুলোকে মুছান্নিফের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করা হয়।

সারা দুনিয়া নবীজি (দঃ) হাঁতের তালুর মত দেখে

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه

অর্থাৎ, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সমগ্র দনিয়াকে আমার সামনে তুলে ধরেছেন, ফলে দুনিয়ার কোথায় কি হয় ও কেয়ামত পর্যন্ত কি হবে, সব কিছু আমি আমার হাঁতের তালুর মত দেখি ও দেখতে থাকব (তাবারানী তাঁর কবীরে, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ১৬ পৃ:)।

এই হাদিসের সনদে "সাঈদ ইবনে সিনান বারজমী আল কূফী" নামক একজন রাবী রয়েছে, যাকে বাতিল পন্থিরা 'জয়ীফ' বলতে চায়। অথচ এই রাবী সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত শুনুনঃ-

قال ابو طالب عن احمد: كان رجلا صالحا অর্থাৎ, আবু তালেব আহমদ ইমাম আহমদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেন: সে একজন নেক বান্দাহ ছিলেন।

قال ابن معين: ثقة : ইমাম ইবনে মুঈন (রঃ) বলেন: বিশ্বস্থ রাবী।

قال ابو حاتم: صدوق ثقة :ইমাম আবু হাতিম (রঃ) বলেছেন: সে সত্যবাদী ও বিশ্বস্থ।

قال ابو داود: ثقة : ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্থ।

قال النسائي: ليس به باس : ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেন: তার দ্বারা অসুবিধা নেই।

ذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان عابدا فاضلا : ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে 'কিতাবুছ ছিকাত'-এ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: সে একজন আবিদ ও ফাদ্বিল।

লক্ষ্য করুন "সাঈদ ইবনে সিনান" সম্পর্কে ইমামগণ কি মন্তব্য করেছেন। আর তার বর্ণিত হাদিস বাতিল পন্থিরা জয়ীফ বলতে চায়। উল্লেখ্য যে, **"সাঈদ ইবনে সিনান" দুইজন,** একজন হল: "সাঈদ ইবনে সিনান আবু মাহদী" যার ব্যাপারে ইমাম দারে কুতনী (রঃ) মিথ্যা হাদিস রচনার অভিযোগ করেছেন। আরেকজন হল: "সাঈদ ইবনে সিনান বারজমী আল কূফী" যার থেকেই 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' কিতাবের মুছান্নিফ ইমাম আবু নুয়াইম (রঃ)' এই হাদিস

বর্ণনা করেছেন বলে ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) এর কিতাব 'তাহজিব'-এ উল্লেখ করেছেন।

আশ্চর্যের কথা হল, ওহাবীরা "সাঈদ ইবনে সিনান আবু মাহদীর" এর অভিযোগ গুলো "সাঈদ ইবনে সিনান বারজমী আল কূফী" এর উপর এসে এই হাদিসকে জয়ীফ প্রমানের চেস্টা করেন।

এই হাদিসে আরেকজন রাবী হল: **"বাক্বিয়া ইবনে ওয়ালিদ"** যার সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি হল:

قال ابن مبارك: كان صدوقا :ইমাম ইবনে মোবারক (রঃ) বলেছে: সত্যবাদী।

قال يعقوب: بقية ثقة حسن الحديث :ইমাম ইয়াকুব (রঃ) বলেন: বাক্বিয়া বিশ্বস্থ ও তার হাদিস উত্তম।

قال ابن سعيد: ثقة :ইমাম ইবনে সাঈদ (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্থ।

قال ابو حاتم: يكتب حديثه :ইমাম আবু হাতিম (রঃ) বলেছেন: তার হাদিস লিখি।

قال الحاكم: بقية ثقة :ইমাম হাকেম (রঃ) বলেন: বাক্বিয়া বিশ্বস্থ।

وقال النسائي: اذا قال حدثنا واخبرنافهو ثقة : **ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেন:** যখন সে এভাবে বর্ণনা করবে: 'হাদ্দাছানা' অথবা 'আখবারানা' তখন অবশ্যই তার হাদিস বিশ্বস্থ বলে স্বীকৃত। {এভাবেই এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে} বিস্তারিত দেখুনঃ- (তাহজিবুত তাহজিব, ১ম খন্ড, ৪৭২-৭৩ পৃ:)।

আশ্চর্যের বিষয় হলো! ইমামগণ তার সম্পর্কে এরুপ ভাল মন্তব্য করার পরেও কাঠমিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার বর্ণিত হাদিসকে জাল বলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সুতরাং ইমামগণের অভিমত দ্বারা প্রমান হয় তার বর্ণিত হাদিসের মর্যাদা হবে 'সহি বা বিশুদ্ধ'।

এই হাদিসের সনদে **"নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ"** নামক আরেকজন রাবী রয়েছে। যার সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত হল:

قال ابن معين: ثقة : ইমাম ইবনে মুঈন (রঃ) বলেন: বিশ্বস্থ।

قال ابو زكريا: نعيم بن حماد صدوق : ইমাম আবু জাকারিয়া (রঃ) বলেছেন: 'নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ' সত্যবাদী।

قال ابو حاتم: الصدوق :ইমাম আবু হাতিম (রঃ) বলেন: সে সত্যবাদী।

قال العجلي: ثقة :আল্লামা আজলী (রঃ) বলেন: বিশ্বস্থ।

ذكره ابن حبان فى الثقات : ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে 'কিতাবুছ ছিকাত'-এ উল্লেখ করেছেন।

قال مسلمة بن قاسم: كان صدوقا :মাছলামা ইবনে কাছিম (রঃ) বলেন: সে সত্যবাদী।
বিস্তারিত দেখুনঃ- (তাহজিবুত তাহজিব, ৭ম খন্ড, ৩৩৪-৩৫ পৃ:)।

আশ্চর্যের বিষয় হল, ওহাবীরা এই রাবীকে নিয়েও সমালোচনা করার চেস্টা করেন। অথচ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: ইমাম বুখারী, ইমাম দারেমী, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম ইবনে মুঈন (রাঃ) প্রমুখ ইমামগণ।

এই রাবী সম্পর্কে ইমামগণের এরুপ ভাল মন্তব্য ও ইমাম বুখারী, দারেমী, আবু হাতিম এবং ইবনে মুঈন (রাঃ) তার হাদিস গ্রহণ করার দ্বারা প্রমাণ হয়, তার বর্ণিত হাদিসের মর্যাদা 'সহি বা বিশুদ্ধ'।

এই হাদিসে **"বাকর ইবনে সাহল"** নামক আরেকজন রাবী রয়েছে। যার থেকে বিশ্ব নন্দিত ইমাম আত তাহাবী (রাঃ), ইমাম তাবারানী (রঃ). ইমাম বায়হাক্বী (রঃ), ইমাম আছেম (রঃ) প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করে কোন প্রকার সমালোচনা করেননি। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) তার সম্পর্কে বলেন: حمل الناس عنه অর্থাৎ, লোকেরা তার হাদিস গ্রহণ করেছেন (লিছানুল মিযান, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃ:)।

সুতরাং মোহাদ্দিছগণ যার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন, তার হাদিস জাল হতে পারেনা। কারণ জাল রেওয়াত কারীর বর্ণিত হাদিস মোহাদ্দিছ ইমামগণ গ্রহণ করেন না। ইমাম তাহাবী, ইমাম তাবারানী, ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম আছেম (রাঃ) প্রমুখ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং কোন প্রকার

সমালোচনা করেননি। যদি রাবী সমালোচিত হতেন তাহলে উল্লেখিত ইমামগণ তা উল্লেখ করতেন। তাই তার বর্ণিত হাদিস সহি বা বিশুদ্ধ।

সুতরাং এই হাদিস অবশ্যই বিশুদ্ধ হাদিস। অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে অথবা মনের ভিতরে রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রতি দুশমনী থাকার কারণে অনকে এই হাদিস নিয়ে সমালোচনা করার চেস্টা করে থাকেন।

আদমকে রহমানী সূরতে তৈরী করা হয়েছে

قال رسول الله (ص) خلق الله ادم على صورة الرحمن

*অর্থঃ রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন রহমানী সূরতে।

*তাবারানী মুজামুল কাবির, ৪৩০/১২;
*ইবনে আছিম তাঁর সুনানে, ২২৮/১;
*আ: ইবনে আহমদ তাঁর সুনানে, ২৬৮/১;
*হায়ছামী তাঁর মজমুয়ায়ে, ১০৬/৮;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২য় জি: ৫৭৭ পৃ:;

এই হাদিস উল্লেখ করে তাফছিরে রুহুল মায়ানীর হাশিয়ায় উল্লেখ আছে: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح অর্থাৎ, এই হাদিস ইমাম তাবারানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদিসের সনদের সকল রাবী বিশুদ্ধ (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২য় জি: ৫৭৭ পৃ:)।

সুতরাং এই হাদিস সহি বা বিশুদ্ধ

আলিমগণ নবীর ওয়ারিছ

قال رسول الله (ص) العلماء ورثة الانبياء

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আলিমগণ নবীজির ওয়ারিছ (উত্তাধিকারী)।

*আবু দাউদ শরিফ, হা: নং ৩৬৪১;
*তিরমিজি শরিফ, ২৬৮২ নং হা:;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ২২৩;
*মুসনাদে আহমদ, ১৯৬/৫;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬ তম খন্ড, ৬২৭ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৫৮৫ পৃ:;
*মুকাশাফাতুর কুলুব, ১ম খন্ড, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।

এই হাদিস সম্পর্কে তাফছিরে রুহুল মায়ানীর হাশিয়ায় উল্লেখ আছে: اسناده الصحيح অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ সহি (রুহুল মায়ানী, ১৬তম জি: ৬২৭ পৃ:)।

আদমকে আল্লাহর(..) সূরতে তৈরী করা হয়েছে

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) خلق الله ادم على صورته

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ আদমকে নিজ সূরতে সৃষ্টি করেছেন।

*মেসকাত শরিফ, ৩৯৭ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ৬২২৭;
*সহি মুসলীম শরিফ, হা: নং ২৮৪১;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৪৫৩ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ৩১৫/২;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৩০ তম খন্ড, ৫০২ পৃ:;
*তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

জিব্রাইল (আঃ) ও আল্লাহর মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা

وعن زرارة بن اوفى ان رسول الله (ص) قال لجبرءيل هل رايت ربك فانتقض جبرءيل وقال يا محمد ان بينى و بينه سبعين حجاب من نور لو دنوت من بعضها لاحترقت هكذا فى المصابيح

*অর্থঃ হজরত যুরারা ইবনে আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (দঃ) একদা জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? এই কথা শুনে জিব্রাইল কেঁপে উঠলেন এবং বললেন ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি ওহার কোন একটির নিকটবর্তী হই, তবে আমি জ্বলে যাইব।

*মেসকাত শরিফ, ৫১০ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর মু'জামুল আওছাত;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪১০ পৃ:;
*ইমাম বগভী (রঃ) তাঁর মাসাবীহুছ ছুন্নাহ কিতাবে, হা: নং ৪৪৫৭;
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়া' কিতাবে আনাছ (রাঃ) হতে;
*জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ২৮৩ পৃ: হা: নং ৪৬১০ হজরত আনাছ (রাঃ) হতে;

নবম শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) হাদিসটি 'জয়ীফ' সনদের বলে উল্লেখ করেছেন, তবে হাদিসটি মওজু বা ভিত্তিহীন নয় (জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ২৮৩ পৃ:)।

ক্বাল্বের সাবান আল্লাহর জিকির

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شئ صقالة وصقالة القلب ذكر الله

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: প্রত্যেক জিনিসের পরিস্কারক আছে, ক্বাল্বের পরিস্কারক হল আল্লাহর জিকির।

*মেসকাত শরীফ, ১৯৯ পৃ:;
*তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃ:;
*বায়হাক্বী দাওয়াতুল কাবির;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৬৫ পৃ:;
*মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ;
*জামেউল আহাদিছ, ২য় খন্ড, ৩৭৫ পৃ:;
*ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৪ পৃ:;

*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃ:;
*শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃ:;
*আত্তারগীর ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৫৯৯ পৃ:;
এই হাদিস সম্পর্কে মৌং আলবানী বলেছেন: সনদ জয়ীফ (মূলদ হাদিস খানা 'হাছান' সনদের) (তারগীব, ১ম খন্ড, ৫৯৯ পৃ: হাশিয়া)।

ক্বাল্ব পরিস্কার হলে সারা দেহ পবিত্র হয়

الا ان فى الجسد مدغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فيد الجسد كله الا وهى القلب

*হজরত নুমান ইবনে বাশির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি:..... নিশ্চয় মানব দেহে এক টুকরা মাংশপিন্ড আছে, যা পবিত্র হলে সমস্থ দেহ পবিত্র হয়ে যায়। যখন ঐ মাংশপিন্ড অপবিত্র হলে সমস্থ দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। তোমরা শুনে রাখ ইহা হল ক্বাল্ব।

*সহি বুখারী শরিফ, ১ম খন্ড, ১৩ পৃ:;
*সহি মুসলীম, ২য় খন্ড, ২৮ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ২৭০/৪;
*মেসকাত শরীফ, ২৪১ পৃ:;
*ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতানে;
*বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃ:;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩১৯ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ পৃ:;
ইহা সহি হাদিস।

মানুষ আল্লাহর ভেদ আর আল্লাহ মানুষের ভেদ

قال الله تعالى الانسان سرى وانا سره

*অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লা বলেন: আমি মানুষের গুপ্তভেদ ও মানুষ আমার গুপ্তভেদ।

*ছেররুল আছরার, [কৃত: হজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (বা:)], ৬১ পৃ:;

মোজাদ্দেদ প্রেরণের হাদিস

عن ابى هريرة رضى الله عنه فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث الى هذه الامة على راس كل ماءة سنة من يجدد لها دينها

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার জানামতে রাসূল (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি শতাব্দিতে একজন সংস্কারক (মুজাদ্দেদ) প্রেরণ করেন ও করবেন, যিনি বা যারা দ্বীনের সংস্কার করবেন।

*সুনানে আবু দাউদ, ২য় জি: ৫৮৯ পৃ:;
*মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮ম খন্ড, ৩০৬২ পৃ:;
*কানজুল উম্মাল, ১২ তম খন্ড, ৮৮ পৃ:;
*বায়হাক্বী তাঁর মারেফা গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৪৬১ পৃ:;
*ফাতহুল বারী, ২৯৫/১৩;
*মেসকাত শরীফ, ৩৬ পৃ:;
*দূর্রে মানছুর, ৩২১/১;
*জামেউল আহাদিছ, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃ:;
*কাশফুল খফা, ২৮২/১;
*ইবনে আদী, ১২৩/১;
*তাবারানী তাঁর আওছাতে;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃ:;
*মাকাছিদুল হাছানা, ১৬১ পৃ:;

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা আজলুনী ও ইমাম ছাখাবী (রঃ) বলেন:
اخرجه الطبراني في الاوسط عنه ايضا بسند رجاله ثقات
অর্থাৎ, ইমাম তাবারানী (রঃ) তাঁর আওছাতে হাদিসটি আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে এরুপ উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদের সকল রাবী বিশ্বস্থ (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানাহ, ১৬১ পৃ:)। সুতরাং এই হাদিস সহি।

কলম আল্লাহর ..প্রথম সৃষ্টি

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم

*অর্থঃ রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।

*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ৭ম জি: ১৮০২ ও ১৮১৪ পৃ:;
*আবু দাউদ, কিতাবুছ ছুন্নাহ এর 'আল কাদর' বাবে;
*মুসনাদে আহমদ, ৩১৭/৫;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃ:;
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৮ পৃ:;
*আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড;
*জামে তিরমিজি;
এই হাদিস সহি।

নবীজি (দঃ) আল্লাহকে উত্তম সূরতে দেখেছেন

عن عبد الرحمن بن عائش الخضرمي سمعت رسول الله (ص) يقول رايت ربي فی احسن صورة

*অর্থঃ হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি।

*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ:;
*মুসনাদে আবু নুয়াইম;
*মুসনাদে আহমদ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহি সনদে বর্ণনা করেছেন।
*তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৬৪ পৃ:;
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ: ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;

"হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ)" কে অনেকে সাহাবী নয় বলে হাদিসটিকে 'মুরছাল' বলে উড়িয়ে দিতে চান। অথচ তাঁর ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত হল:

ذكره في الصحابة: محمد بن سعد والبخاري وابو زرعة الدمشقي والبغبوي وابو زرعة الحراني وابن حبان ابن السكن وغيرهم

অর্থাৎ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবু যুরআ দামেস্কী (রঃ), ইমাম বগভী (রঃ), ইমাম আবু যুরআ হারানী (রঃ), ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ), ইমাম ইবনে ছুকান (রঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন (জামেউল মাসানিদ ওয়াছ সুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ:)।

তাই হাদিসটি 'মুরছাল' নয়, বরং 'মুত্তাছিল সহি' তথা ধারাবাহিক সনদ পরম্বরায় সরাসরি রাসূলে পাক (দঃ) থেকে প্রমানিত বিশুদ্ধ হাদিস। আফছুছ! বাতিল পন্থিরা হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) কে কিভাবে 'সাহাবী নয়' বলেন?

অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস উল্লেখ করে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) বলেন:

فانه حديث اسناده علي شرط الصحيح

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই হাদিসের সনদ সহি শর্ত গুলো রয়েছে (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ:)।

বিভিন্ন কিতাবে একাধিক রাবী হতে সহি, হাছান ও জয়ীফ সব ধরণের সনদ দ্বারা হাদিসটি বর্ণিত, তাই হাদিস খানা বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী।

আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে উমর (রাঃ) হতেন

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله (ص) لو كان بعدى نبيا لكان عمر بن الخطاب

*অর্থঃ হজরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে খাত্তাবের বেটা উমর হত। (নছিহত বই নং ৮, পৃ: নং ৬৫)

*মুসতাদ্‌রাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৬৯৪ পৃঃ;
*মেসকাত শরিফ, ৫৫৮ পৃঃ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ১৯৪ পৃঃ;
*জামে তিরমিজি শরিফ, হাঃ নং ৩৬৮৬;
*মুসনাদে আহমদ, ১৫৪/৪;
*আশিয়াতুল লুমআত;

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেন:

هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ সহি (হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৬৯৪ পৃঃ)।

আল্লামা ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) বলেন: صحيح وقال الذهبي: অর্থাৎ, এই হাদি ঃ সহি (আল মোস্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ১৬৯৪ পৃঃ)।

ইমাম তিরমিজি (রাঃ) ও ইবনে জাওযী (রঃ) এর অভিমত:

حسن في نسخة من الترمذي. وقد نقله ابن الجوزي ايضا عنه

অর্থাৎ, ইমাম তিরমিজি (রঃ) তাঁর নুছখায় হাদিসটিকে 'হাছান' বলেছেন। ইবনে জাওযী (রঃ) অনুরূপ ইমাম তিরমিজি (রঃ) থেকে নকল করেছেন (মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড, ১৯৪ পৃঃ)।

সুতরাং এই হাদিস হাছান-সহি।

শয়তান মানুষের রক্তের সাথে চলাফেরা করে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم

*অর্থঃ রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে।

*সহি বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৩২৮১;
*সহি মুসলীম শরীফ, হাঃ নং ২১৭৪;
*ইবনে মাজাহ শরিফ, ১২৭ পৃঃ (بال فى المعتكف يزوره اهله فى المسجد)।
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৩ পৃঃ, কৃতঃ ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।
এই হাদিস সহি।

জিকিরের মাহফিল জান্নাতের বাগান

عن انس قال قال رسول الله (ص) اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر

*হজরত আনাস (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যখন বেহেস্থের বাগানে পৌছবে তখন ইহার ফল ভক্ষন করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, বেহেস্থের বাগান কি? নবীজি বললেন: জিকিরের মজলিস।

*মেসকাত শরীফ, ১৯৮ পৃঃ الفصل الثانى এর باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৫৫ পৃঃ;
*তিরমিজি শরিফ, হাঃ নং ৩৫৭৭ পৃঃ;
*মুসনাদে আহমদ, ৬৫/৩;
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃঃ;
*জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ৫৯ পৃঃ;

নবম শতাব্দির মোজাদ্দিদ, আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসকে 'সহি' বলেছেন (জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ৫৯ পৃঃ)।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি এরুপ হাদিস রয়েছে "তাবারানীর মু'জামুল কবীরে" যা জয়ীফ সনদের। কোন 'সহি' হাদিসের সমর্থনে 'জয়ীফ হাদিস' থাকলে ঐ জয়ীফ হাদিসটি ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়। তাই এই হাদিস বিশুদ্ধ।

জিকিরের ফজিলত প্রসঙ্গে

*২১ নং নছিহত বই এর ৪৭ পৃষ্টা:

*"সমবেত জেকেরকারীকে আল্লাহর একদল ফেরেস্থা আপন আপন ডানা দ্বারা নিকটতম আসমান পর্যন্ত ঘিরিয়া লন। উক্ত সব ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ তা'লা জেকেরকারীদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন। শুধু তাই নয়, যে সকল লোক উল্লেখিত

জেকেরের মজলিসের আশে পাশে থাকে, অথচ জেকেরকারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকেও ক্ষমা করিয়া দেন"।

এই হাদিসটি নিম্ন লিখিত কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে:

*মেসকাত শরিফ, ১৯৭ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৪৫ পৃ:;
*সহি বুখারী, হা: নং ৬৫০২;
*সহি মুসলীম, হা: নং (২৬৬৯. ২৫);
*মুসনাদে আহমদ, ৩৮২/২;
এই হাদিস সহি।

নবীজি এলেমের শহর আলী (রাঃ) তার দরজা

عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) انا مدينة العلم وعلي بابها

*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেছেন: আমি এলেমের শহর হজরত আলী তার দরজা।

*মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৩ পৃ: (এরুপ আরোও ২টি রেওয়াত রয়েছে);
*হজরত জাবের (রাঃ) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৪ পৃ:);
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ২৫২ পৃ:;
*কানজুল উম্মাল, ৬০০/১১;
*জামেউল আহাদিছ, ২য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩১১ পৃ:;

* তিরমিজি শরিফ, (সামান্য শাব্দিক ব্যবধানে) বর্ণনা করেছেন এভাবে: انا دار الحكمة وعلي بابها অর্থঃ আমি গভীর জ্ঞানের গৃহ হজরত আলী তার দরজা।
*মেসকাত শরিফ, ৫৬৪ পৃষ্টা;
*আরেকটি বর্ণনায় আছে এরুপ: انا مدينة العلم وابو بكر اساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃ:; মুসনাদে ফেরদাউছ, ৪৩/১, হা: নং ১০৫; মাকাছিদুল হাছানা, ৯৭ পৃ:)

এই হাদিসটির প্রথম দিক ও শেষের দিক মিলালে উল্লেখিত হাদিসের সাথে হুবহু মিলে যায়।
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ২৫৩ পৃ:;

কোন কোন ফকিহ্ হাদিসটিকে নিয়ে সমালোচনা করলেও সর্বজন মান্য ইমামগণ এই হাদিস সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন নিচে লক্ষ্য করুন:-

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) কয়েকটি সনদ উল্লেখ করে প্রথম সনদটি সম্পর্কে বলেন: هذا حديث صحيح الاسناد অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ (হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৩ পৃ:; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানা, ৯৭ পৃ:)।

অপর একটি দূর্বল সনদ উল্লেখ করে তিনি বলেন: ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثورى باسناد صحيح অর্থাৎ, এই হাদিসের সমর্থনে সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) থেকে বর্ণিত সহি রেওয়াত রয়েছে (হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৪ পৃ:)।

ইমাম তিরমিজি (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদিস সম্পর্কে বলেন:
قال الترمذي منكر وقال البخاري ليس له وجه صحيح
অর্থাৎ, ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন: এই হাদিস মুনকার, ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন: এ ব্যাপারে একটিও সহি বর্ণনা নেই (মাকাছিদুল হাছানা, ৯৭ পৃ:, কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃ:; মওজুয়াতুল কবীর, ৪০ পৃ:)।

সুতরাং ইমাম বুখারী ও তিরমিজি (রঃ) তাঁরাও হাদিসটিকে মওজু বা ভিত্তিহীন বলেননি। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন: ইহা সহি সনদে নেই, অর্থাৎ, 'হাছান' কিংবা 'জয়ীফ' সনদে রয়েছে। ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে 'মুনকার' বলেছেন কিন্তু 'জয়ীফ' বলেননি। কারণ 'মুনকার' মানে 'জয়ীফ' নয়।

আল্লামা আবু ছাইদ এ'লাঈ (রঃ) বলেন: انه حسن অর্থাৎ, নিশ্চয় এই হাদিস 'হাছান' (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃ:)।

এ ব্যাপারে **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)** বলেন:

وسئل عنه الحافظ العسقلانى فاجاب بانه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضع كما قال ابن الجوزي

অর্থাৎ, **হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ)** কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেন: নিশ্চয় ইহা 'হাছান' তবে সহি নয়, যেমনটি ইমাম হাকেম (রঃ) বলেছেন, এবং ইহা ভিত্তিহীন নয়। ঠিক এমনটি **আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) বলেছেন** (মওজুয়াতুল কবীর, ৪০ পৃ:; মওজুয়াতুল কোবরা, ৭২ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে **ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ)** এর অভিমত:

ذكره السويطى وقال الحافظ ابو سعيد العلائى الصواب انه حسن

অর্থাৎ, ইমাম ছিয়তী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন: হাফিজ আবু ছাইদ এ'লাঈছ ছাওয়াব (রঃ) বলেন: নিশ্চয় ইহা 'হাছান' (মওজুয়াতুল কবীর, ৪০ পৃ:; মওজুয়াতুল কোবরা, ৭২ পৃ:)।

অর্থাৎ, ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) হাদিসটি 'হাছান' হওয়ার ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

নিম্ন লিখিত ইমামগণ এই হাদিস সম্পর্কে 'সহি' ও 'হাছান' এবং ভিত্তিহীন নয় এরুপ মন্তব্য করেছেনঃ-

*ইমাম বূখারী (রঃ),
*ইমাম হাকেম নিছাপূরী (রঃ),
*ইমাম তিরমিজি (রঃ),
*ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ),
*হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ),
*হাফিজ আবু ছাঈদ এ'লাঈ (রঃ),
*আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ),
*আল্লামা ইবনে জাওজী (রঃ) প্রমূখ.....

সর্বোপরি প্রমান হল, এই হাদিস বিশুদ্ধ। কেননা একাধিক সনদে ইহা বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনটা 'সহি রেওয়াত' কোনটা 'হাছান ও ক্বাবী' বা অধিক শক্তিশালী ও কোন রেওয়াত দূর্বল, সব গুলো মিলে হাদিস খানা ক্বাবী বা শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ বলে প্রমানিত হয়।

নবীজির চরিত্র মোবারক হচ্ছে কোরআন

يا ام المؤمنين انبئنى عن خلق رسول الله قالت اليس تقرا القران؟ قال بلى قالت فان خلق نبى الله (ص) القران

*অর্থঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাদেরকে রাসূলে পাক (দঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা কি কুরআন সম্পর্কে জান? তাঁরা বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন, নবীজির চরিত্র হল পবিত্র কোরআনের মত।

*হাকেম শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮১ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ৬১২৬. ৩৫৬০;
*সহি মুসলীম,
*মুসনাদে আহমদ, ১১৪/৬;
*তিরমিজি শরিফ, ৩৭৪;
*আবু দাউদ, ৫৬;
*ইবনে মাজাহ, ১১৫০;
*নাসাঈ, ৫৭৪;
*কানজুল উম্মাল, ১৮৩৭৮, ১৮৭১৮;
*দূর্রে মানছুর, ২/৫;
এই হাদিস সহি।

জিকির করা স্বর্ণ-রোপাদান এমনকি জেহাদের চেয়েও উত্তম

الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخيرلكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله

*অর্থঃ যে আমল সর্বোত্তম, তোমাদের প্রভূর নিকট পবিত্রতম, তোমাদের মর্যাদা উন্নতকরণে উচ্চতম, স্বর্ণ-রোপ্য দানের চেয়েও শ্রেষ্ট এবং শত্রুর মোকাবিলা করত: তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করা এবং তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করার চেয়েও শ্রেষ্ট- সে আমল সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব

কি? সাহাবীগণ বললেনঃ হ্যা ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজি বললেনঃ সে আমল হল আল্লাহর জিকির।

হাদিসটি হজরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এরুপ আরো বর্ণনা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ছাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

*ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, ২৬৮ পৃঃ;
*তিরমিজি শরিফ, ২য় জিঃ ১৭৫ পৃঃ;
*মুসনাদে আহমদ, ৪৪৭০/৬;
*জামেউল আহাদিছ, ৩য় খন্ড, ৩৩৯ পৃঃ;
*মেসকাত শরীফ, ১৯৮ পৃঃ;
*মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪৯৬/১;
*শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃঃ;
*তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৪৩ পৃঃ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃঃ;
*মুয়াত্তায়ে মালেক শরীফ, ৭৩ পৃঃ;
*কানজুল উম্মাল, ১ম জিঃ ২১৩ পৃঃ;
*এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ৩৮৮ পৃঃ;

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেনঃ هذا حديث صحيح الاسناد অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ (হাকেম, শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃঃ হাশিয়া)।

সুতরাং হাদিসখানা বিশুদ্ধ সনদের ।

জিকির থেকে গাফিল হলে শয়তান ক্বাল্বে বসবাস করে

عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) الشيطن جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس

*হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ শয়তান মানুষের ক্বাল্বে বাস করে, যখন সে আল্লাহর জিকির করে সে বাগিয়া যায়। আর যখন জিকির থেকে গাফেল হয় তখন অছওয়াছা দেয়।

*মেসকাত শরিফ, ১৯৯ পৃঃ;
*সহি বুখারী শরীফ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ;
*ইবনে আবী শায়বাহ,
*আবী ইয়ালা শাব্দিক ব্যবধানে।
*ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া, আনাছ (রাঃ) হতে;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃঃ;
*শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪৬ পৃঃ;
এই হাদিস সহি।

প্রতি রাত্রে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন

قال رسول الله (ص) ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر

*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় রব তাবারুকু তা'লা প্রতি রাতের শেষ ভাগে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন।

হাদিস খানা হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
*সহি বুখারী শরীফ;
*সহি মুসলীম শরীফ;
*কানজুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃঃ এরুপ কয়েকটি হাদিস উল্লেখ রয়েছে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে।
*তিরমিজি শরিফ, ১ম জিঃ ১০২ পৃঃ;
*শিফা শরিফ, ১ম জিঃ ২৪৩ পৃঃ;
*জামেউছ ছাগীর;
*এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃঃ;
এই হাদিস সহি।

নবীজির সমস্থ ইলিম আবু বকর (রাঃ) এর ছিনায় দেওয়া হয়েছে

قال رسول الله (ص) ما صب الله شيا فى صدرى الا صببته فى صدر ابى بكر

*অর্থঃ রাসূল (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ আমার ছিনায় যা বাতেনী এলেম দান করেছেন আমি তা আবু বকরের ছিনায় রেখে গেলাম।

*আল হাদিকাতুন নাদিয়া ফি ত্বারিকাতিল নক্সবান্দিয়া কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ আছে।
*নূর নবী, পৃ: ১২২;
*ফতোয়ায়ে দারুস সুন্নাত, ২য় খন্ড;

আল্লাহকে পুর্ণিমার চাঁদের দেখবে

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله (ص) انكم سترون ربكم عيانا و فى رواية قال كنا جلوسا عند رسول الله (ص) فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر...

*অর্থঃ হজরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) বলেছেন: অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অপর রেওয়াতে আছে, জরীর (রাঃ) বলেন: আমরা রাসূল (দঃ) এর সাথে বসা ছিলাম, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদকে দেখছ।

*মেসকাত শরিফ, ৫০০ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৩২০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ৭৪৩৫;
*সহি মুসলীম শরিফ, ১ম জি: ৯৯-১০২ পৃ:;
*তিরমিজি শরিফ, ২৫৫১ নং হা:;
*আবু দাউদ, হা: নং ৪৭২৯;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৪১৯ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ১৬/৩;

*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৫৭ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

নবীজি আল্লাহকে নূর রুপে দেখেছেন

عن ابى ذر قال سالت رسول الله (ص) هل رايت ربك قال نور انى اراه

*অর্থঃ হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন: তিনি নূর আমি তাঁকে দেখেছি।

*মেসকাত শরিফ, ৫০০ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৩২৫ পৃ:;
*সহি মুসলীম, ১ম জি: ৯৮ পৃ: কিতাবুল ঈমান;
*তিরমিজি, হা: নং ৩২৮২;
*তাফছিরে মায়ালেমুত তানজিল, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃ:;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:;
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৬ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;
*তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৩ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে দুইবার সরাসরি কথা বলেছেন আর মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহকে দুইবার সরাসরি দেখেছেন

عن الشعبى قال لقى ابن عباس كعبا بعرفة فساله عن شئ فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس انا بنوها هاشم فقال كعب ان الله تعالى قسم رويته وكلامه بين محمد و موسى فكلم موسى مرتين وراه محمد مرتين

*অর্থঃ হজরত শাবী (রঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে আরাফার মাঠে হজরত কা'ব আহবারের দেখা হলে তিান এ ব্যাপারে (নবীজি আল্লাহকে দেখেছেন কি-না) জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা শুনে হজরত কা'ব (রাঃ) এমন জোরে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিলেন ফলে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ আমরা বনী হাশিমের বংশধর। হজরত কা'ব (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাঁর দর্শন ও কথাকে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও মুসা (আঃ) এর মাঝে বিভক্ত করেছেন। হজরত মুসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ দু'বার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মদ (দঃ) এর সাথে দু'বার দেখা দিয়েছেন।

*মেসকাত শরিফ, ৫০১ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৩৩০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ৪৭২;
*তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৬৩ পৃ:;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

নবীজি আল্লাহকে সরাসরি সামনা সামনি দেখেছেন

হজরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, রাসূলে করিম (দঃ) 'অলাক্বাদরায়াহু নাজলাতান উষরা' এর ব্যাখ্যা প্রশঙ্গে এরশাদ করেন, "ধামি আমার প্রভূকে একেবারে ও সামনা-সামনি দেখেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং 'ইন্দা ছিদরাতুল মুন্তাহার' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমি তাঁকে ছিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে দেখেছি। এমনকি প্রভূর চেহারার নুর আমার সামনে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

*গুনিয়াতুত্তালেবীন, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ] ১ম জি: ৬৫ পৃ:;

ওলীগণের সাথে দুশমনী করলে আল্লাহ জিহাদ ঘোষনা করেন..

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) ان الله يقول: من عادى لى وليا فقد اذانى وما تقرب الي عبدى بشئ احب الي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره

الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فان سالنى عبدى اعطيته

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার ওলীদের সাথে দুশমনী করবে তারা যেন আমাকে কষ্ট দেয়/ আমি তাদের সাথে জেহাদ ঘোষনা করি। বান্দার প্রতি আমি যা ফরজ করে দিয়েছি তা দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে পারবেনা, বরং নফল বন্দেগী দ্বারাই আমার নিকটবর্তী হতে পারবে অতঃপর আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যায়, যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোঁখ হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাঁত হয়ে যায়, যা দ্বারা সে ধরে, আমি তার পাঁ হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলে। আর যখনই সে আমার কাছে কিছু চায় তখন আমি তাঁকে তা দিয়ে দেই।

*সহি ইবনে হিব্বান শরিফ, ১ম জি: ২১০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ২য় জি: ৯৬৩ পৃ:
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৪৯ পৃ:;
*তাফছিরে কবির শরিফ,
*ইবনে মাজাহ ২৯৬ পৃ: (আংশিক);
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খন্ড, ১৯২ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

উম্মতে মুহাম্মদীর সওয়াব ১০-৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ মানব সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে; প্রত্যেক নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে ১০ গুন থেকে ৭০০ গুন পর্যন্ত। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ রোজা ব্যতীত। কেননা রোজা আমার জন্য আর আমিই ইহার প্রতিদান দেব।

*মেসকাত শরিফ, ১৭৩ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৯ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ১ম জি: ২৫৪ পৃ:, হা: নং ১৯০৪;
*সহি মুসলীম, ৮৭/২;
*তিরমিজি তাঁর সুনানে, হা: নং ৭১৪;
*সুনানে নাসাঈ শরিফ, হা: নং ২২১৫;
*ইবনে মাজাহ শরিফ, হা: নং ১৬৩৮;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৪০ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ২৬৬/২;
*ছেররুল আছরার, ১২৬ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

রোজাদারের জন্য রাইয়্যান দরজা

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله (ص) فى الجنة ثمانية ابواب منها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون

*অর্থঃ হজরত ছাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: জান্নাতে ৮টি দরজা রয়েছে। তন্মেধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। রোজাদার ব্যতিত ঐ দরজা দিয়ে আর কেহই প্রবেশ করতে পারবেন না।

*মেসকাত শরিফ, ১৭৩ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৭ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ১ম জি: ২৫৪ পৃ:, হা: নং ৩২৫৭;
*সহি মুসলীম, ১ম জি: ৩৬৪ পৃ:;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ১৬৪০;
এই হাদিস সহি।

আশুরার দিন সম্পর্কে

عن ابن عباس قال حين صام رسول الله (ص) عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله (ص) انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله (ص) لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع

*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) আশুরার রোজা রাখলেন ও রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিতেন। সাহাবীগণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দিনকে'ত ইহুদী ও নাছারারা সম্মান করে! তখন রাসূল (দঃ) বললেন: যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেচে থাকি নিশ্চয় আমি নবম তারিখেও রোজা রাখব।

*মেসকাত শরিফ, ১৭৮ পৃ:;
*সহি মুসলীম শরিফ, ৭৯৮/২;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৯ পৃ:;
*আবু দাউদ, হা: নং ২৪৪৫;
*তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ১৫৮ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

আশুরোর রোজা সম্পর্কে

فقال رسول الله (ص) فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله (ص) وامر بصيامه

*অর্থঃ অতঃপর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আমরা তোমাদের তুলনায় হজরত মূসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হক্বদার। অতঃপর রাসূল (দঃ) আশুরাতে রোজা রাখলেন ও রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন।

*মেসকাত শরীফ, ১৮০ পৃ:;
*সহি বোখারী শরিফ, হা: নং ২০০৪;
*সহি মুসলীম শরিফ, ৭৯৫/২;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৯২ পৃ:;
*আবু দাউদ, হা: নং ২৪৪৪;

*ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ১৭৩৪;
*মুসনাদে আহমদ, ৩৫৯/২;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃঃ;
এই হাদিস সহি।

শবে বরাতের রোজা ও নফল নামাজের ব্যাপারে

عن علي قال قال رسول الله (ص) اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفرله الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر

*অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) বলেছেন: যখন অর্ধ শাবান আসবে ইহার রাত্রে তোমরা নামাজ পড়বে ও দিনে রোজা রাখবে। কেননা এ রাতে আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি ক্ষমা করে দিব। কোন রিজিক প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি ক্ষমা করে দিব। কোন বিপদগ্রস্থ লোক আছ কি যাকে আমি সাহায্য করব। এভাবে আরোও আরোও ডাকতে থাকেন যাবৎ না ফজর হয়।

*মেসকাত শরিফ, ১১৫ পৃঃ;
*সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃঃ;
*শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃঃ;
*মাদারে যুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৯ পৃঃ;
*তাফছিরে কুরতবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃঃ;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জিঃ ১৪৯ পৃঃ;

এই হাদিস সম্পর্কে উল্লেখ আছে: قال بوصيرى في الزوائد: اسناده ضعيف অর্থাৎ, ইমাম বয়ুছিরী (রঃ) তাঁর 'জাওয়ায়েদ-এ' বলেন: এই হাদিস

'জয়ীফ' (শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃঃ হাশিয়া; তাফছিরে কুরতুবী, ১৬তম জিঃ ১০১পৃঃ)।

এই হাদিস সম্পর্কে ১০ম শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন: لكن الحديث ليس بقوي অর্থাৎ, কিন্তু এই হাদিস শক্তিশালী নয় তথা 'জয়ীফ' (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৫০ পৃঃ)।

সুতরাং হাদিসটি শক্তিশালী নয় বিধায় 'জয়ীফ' বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সর্বসম্মতিক্রমে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিস গ্রহণযোগ্য।

#এই হাদিসটি সনদগত ভাবে দ্বায়িফ, তবে আল্লামা শায়খ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) 'বিশুদ্ধ হাদিস' বলে দাবি করেছেন (মাদারেজুন্নবুয়্যাত)।

কবে কদর শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাত্রে

عن عائشة قالت قال رسول الله (ص) تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر من رمضان

*অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) বলেছেন: তোমরা শবে কদর তালাশ করবে রমজানের শেষ দশকের বেজোর রাত্রে।

*মেসকাত শরিফ, ১৮১ পৃঃ;
*সহি বুখারী শরিফ, হাঃ নং ২০১৭;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ৫০৮ পৃঃ;
*সহি মুসলীম, ৮২৮/২;
*আবু দাউদ, হাঃ নং ১৩৮৫;
*জামে তিরমিজি, ১ম জিঃ ১৬৪ পৃঃ;
*মুয়াত্তায়ে মালেক, হাঃ নং ১০;
*মুসনাদে আহমদ, ১৭/২;
এই হাদিস সহি।

আদম যখন মাটি পানি তখনো রাসূল (দঃ) নবী ছিলেন

قال رسول الله (ص) كنت نبيا وادم بين الماء والطين

*অর্থঃ রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) মাটি ও পানিতে ছিল।

*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:;

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) লিখেন:

لكن قال العلقمى فى شرح الجامع الصغير حديث صحيح

অর্থাৎ, ইমাম আলকামী (রঃ) তাঁর 'শরহে জামেউছ ছাগীর'-এ বলেন: এই হাদিস 'সহি' (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১২১ পৃ:)।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন: وله شاهد من حديث ميسرة الفخر অর্থাৎ, হজরত মিছার ইবনে ফিখার (রাঃ) থেকে এর শাহিদ রয়েছে (মওজুয়াতুল কোবরা, ১৭৯ পৃ:)।

অন্যত্র উল্লেখ আছে: فالحديث له اصل ثابت بالالفاظ المذكورة অর্থাৎ, এই হাদিসের মূল অন্য অনেক হাদিসের লফজের দ্বারা প্রমানিত রয়েছে (আল মাসনু, ১৪৩ পৃ: হাশিয়া)।

সুতরাং হাদিস খানা গ্রহণযোগ্য ও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য।

আহলে বাইত নূহ নবীর কিস্তীর মত

عن ابى ذر قال سمعت النبى (ص) يقول الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

*অর্থঃ হজরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (দঃ) কে বলতে শুনেছি: তোমাদের মাঝে আমার আহলে বাইতের মেছাল হল নূহ নবীর কিস্তীর

মত, যে ইহাতে আরোহন করবে সে নাজাত পাবে আর যে আরোহন করবে না সে ধংশ হবে।

*মুস্তাদরাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৭৩ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জি: ৪৪ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর 'আওছাত' গ্রন্থে ২য় খন্ড, ৩৩৯ পৃ:;
*তাফছিরে কবির শরিফ, ২৭ তম জি: ১৪৮ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর কবিরে, ২৬৩৭/৩;
*নশরুত্বিব, কৃত: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব;
*জামেউল আহাদিছ, ৩য় খন্ড, ২০৯ পৃ:;

এই হাদিস সম্পর্কে তাফছিরে কবীর শরীফ ও মু'জামুল আওছাতের হাশিয়ায় 'জয়ীফ' উল্লেখ আছে। তবে জয়ীফ হলেও ইহা হাদিসে রাসূল (দঃ)।

উরস এর হাদিস

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) .....نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا احب اهله اليه

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) বলেছেন:..... (ফেরেস্তারা বলবে) ঘুমাও যেভাবে আশেক ও মাশুক ঘুমায়, যা তার প্রিয়জন লোক ব্যতীত ঘুম ভাঙ্গাইতে পারেনা।

*মেসকাত শরীফ, ২৪ পৃ:;
*তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ২০৫ পৃ:;
*তাফছিওে রুহুল মায়ানী, ২য় জি: ৫৭৬ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩২১ পৃ:;
*আশিয়াতুল লুময়াত;

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন:

حديث ابي هريرة حديث حسن

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস খানা 'হাছান' (তিরমিজি শরীফ, ১ম জিঃ ২০৫ পৃ☺।

دعا النبى (ص) عليا وحسنا و حسينا و فاطمة وقال اللهم هؤلاء اهلي

*অর্থঃ রাসূলে পাক (দঃ) হজরত আলী, ইমাম হাছান, ইমাম হুছাইন, ও মা ফাতেমা (রাঃ) কে ডাকলেন; অুঃপর বললেনঃ হে আমার আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত।

*সহি মুসলীম শরীফ;
*শিফা শরিফ, ২য় জিঃ ৪০৭ পৃঃ;
*মুসনাদে আহমদ, ১৮৫/১;
*বায়হাক্বী তাঁর সুনানে কুবরায়, ৬৩/৭;
*দূর্রে মানছুর, ৩৯/২;
*কানজুল উম্মাল, ১৩ তম খন্ড, ৭১ পৃঃ;
*আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খন্ড, ৭৭ পৃঃ;
*মেসকাত শরীফ, মানাকিবে আহলে বাইত;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড;
এই হাদিস সহি।

আউলিয়া কারা

عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله من اولياء الله؟ قال الذين اذا رؤا ذكر الله تعالى

*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আউলিয়া কারা? নবীজি বললেনঃ যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্বরণ হয়।

*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খন্ড, ১৯৪ পৃঃ;
*নাসাঈ তাঁর সুনানে, ৩৬২/২;

*জামেউল আহাদিছ, ৩য় খন্ড, ৩০৩ পৃঃ;
*ঈমাম হাকেম তিরমিজি তাঁর "নাওয়াদেরুল উছুল" কিতাবে, ৩৯/২;
*হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে';
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৫২৪ পৃঃ;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ৭৬ পৃঃ;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ২য় খন্ড, ৪৫০ পৃঃ;
*তাফছিরে আবু ছাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১৭ পৃঃ;
*তাবারানী তাঁর কবিরে, ১৩/১২;
*ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া তাঁর 'আউলিয়া' গ্রন্থে হাঃ নং ১৬;
*মুসনাদে আহমদ, ৪৫৯/৬;
*তাফছিরে মায়ালেমুত তানজিল, ৩য় খন্ড, ৯৯ পৃঃ;
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়া' গ্রন্থে ২৩১/৭;
*তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১১ তম খন্ড, ১৪৫ পৃঃ;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃঃ;

'তাফছিরে রুহুল মায়ানী' ও 'তাফছিরে তাবারী শরীফ' এর হাশিয়ায় হাদিসটিকে 'জয়ীফ' বলেছেন। ফাজায়েল ও মর্যাদার ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিস আমলযোগ্য।

অহংকার আল্লাহর চাদর

عن سلمة ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحد منهما ادخلته النار وفى رواية قذفته فى النار

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লা বলেনঃ অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্টত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ইহার যে কোন একটি নিয়ে টানটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে ঢুকাব। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

*মেসকাত শরীফ, ৪৩৩ পৃঃ;
*সহি মুসলীম শরিফ;

*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ২৯৭ পৃ:;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ৪১৭৪;
*মুসনাদে আহমদ, ৪১৪/২;
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।
এই হাদিস সহি

ছিদরাতুল মোন্তাহায় আল্লাহ ও নবীর মাঝে দুই ধনুক ব্যবধান ছিল

عن انس قال (لما عرج بى جبريل الى سدرة المنتهى ودنا رب العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين اة ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى

*অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যখন জিব্রাইল (আঃ) আমাকে মেরাজে ছিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যায় তখন মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমার নিকটে আসেন এবং মাত্র দুই ধনুতের ব্যবধান ছিল। অতঃপর যা ওহী করার ওহী করলেন।

*সহি বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৮৮ পৃ:;
*তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৭৮ পৃ:;
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৩ পৃ:;
*তাফছিরে কুরতবী, ১৭তম জি: ৭০ পৃ:;
এই হাদিস সহি।

নূরে মুহাম্মাদী (দঃ) এর হাদিস

عن جابر بن عبد الله الانصاري قال قلت يا رسول الله بابي انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة

*অর্থঃ হজরত জাবের আল আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার পিতা-মাতা আপনার কদমে কুরবানী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সংবাদ দিন আল্লাহ সব কিছু পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? নবীজি বললেন: হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর পূর্বে তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে পরিক্রমন করতে থাকল.....।

*মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৯১ পৃ: পুরাতন ছাপা;;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃ:;
*নশরুত্তিব, ৫ পৃ: কৃত: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী;
*ছিরতে হলভিয়া, ১ম খন্ড, ৪৭ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১ম জি: ৯০ পৃ:;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৩৭ পৃ:

এই হাদিসের সনদ হল: عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قلت..... অর্থাৎ, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি মামার (রঃ) হতে, তিনি ইবনে মুনকাদির (রঃ) হতে, তিনি হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম.....

উল্লেখিত সনদ খানা পুরোটাই বিশুদ্ধ বা সহি। কিন্তু আফছুছের বিষয় হল, ওহাবীরা নতুন ছাপা মুছান্নাফের কিতাব থেকে এই হাদিসটি পুরোটাই বাদ করে দিয়েছে। পুরাতন কিতাবে এই হাদিস খানা সনদ সহ মওজুদ আছে। হাদিস খানা যদি নাই থাকত তাহলে আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ), আল্লামা আবুল আলুছী বাগদাদী হানাফী (রঃ), আল্লামা বুরহান উদ্দিন আলী হলভী (রঃ), আল্লামা আশরাফ আলী থানভী সাহেব ও শারিহে বুখারী আল্লামা ইমাম কুস্তলানী (রঃ) তদীয় কিতাব সমূহে হাদিসটিকে 'মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' এর রেফারেন্সে এত সুন্দর করে উল্লেখ করলেন কেন?

সর্ব প্রথম আমার সৃষ্টি

اول ما خلق الله روحى

*অর্থঃ রাসূলে পাক (দঃ) বলেন: আল্লাহ সর্ব প্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন।

*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃ:;
*ছেররুল আছরার, ৪৮ পৃ:;
এই হাদিসের কোন সনদ নেই।

আল্লাহর ..চেহারার নূর থেকে নবীজিকে সৃষ্টি করা হয়েছে

قال الله تعالى خلقت محمدا من نور وجهى

*অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লা বলেন: আমি মুহাম্মদ (দঃ) কে আমার চেহারার নূর থেকে সৃষ্টি করেছি।

*ছেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৮ পৃ:;
*হাদিসটি মোতাশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত।

বিন্দু পরিমান অহংকার থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা

عن ابن مسعود عن النبى (ص) انه قال لا يدخل الجنة من كان فى قلبه حبة من كبر

*অর্থঃ হজরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) নবী করিম (দঃ) হতে বর্ণনা করেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

*মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, ৩৪ পৃ:;
*তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৭৯/৩;
*সহি মুসলীম কিতাবুল ঈমানে,
*মেসকাত শরীফ, ৪৩৩ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ২৯৪ পৃ:;
*আবু দাউদ, হা: নং ৪০৯১;

*তিরমিজি শরিফ, হা: নং ১৯৯৮;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ৪১৭৩;
*মুসনাদে আহমদ, ৪১২/১;
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড;
এই হাদিস সহি।

সৃষ্টি জগতে নবীজি (দঃ) প্রথম সৃষ্টি

قال صلى الله عليه وسلم كنت اول الانبياء فى الخلق واخرهم فى البعث

*অর্থঃ নবী করিম (দঃ) বলেন, সৃষ্টি জগতে আমি প্রথম নবী প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে।

*শিফা শরিফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃ:;
*এরুপ আরেকটি হাদিস রয়েছে।
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:;
*আবু নুয়াইম তাঁর দালায়েলে;
*ইবন আবী হাতেম তাঁর তাফছিরে উভয়ে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মরফূ রুপে;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৩ পৃ:;
*ইমাম দায়লামী (রঃ) অন্য একটি সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন;
*মাকাছিদুল হাছানা, ৩২৭ পৃ:;
*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃ:;

হাদিস খানা সম্পর্কে আল্লামা আজলুনী (রঃ) বলেন:

وله شاهد من حديث ميسرة الفخر

অর্থাৎ, হজরত মিছার আল ফিখরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস এ ব্যাপারে শাহিদ রয়েছে (মাকাছিদুল হাছানা, ৩২৭ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃ:)।

সামান্য শাব্দিক ব্যবধানে অন্যত্র উল্লেখ আছে: رواه ابن سعد عن قتدة مرسلا অর্থাৎ, ইবনে সাদ হজরত কাতাদা (রঃ) থেকে 'মুরছাল সহি' রুপে বর্ণনা করেছেন (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃ:)।

সুতরাং হাসিখানা মুরছাল রূপে সহি বা বিশুদ্ধ এবং এর শাওয়াহিদ রয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বেই মর

موتوا قبل ان تموتوا

*অর্থঃ তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মর।

*এই দেওবন্দের সর্ব প্রথম শায়খুল হাদিস, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের পীর আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এর "যিয়াউল কুলুব" কিতাবের ১৫ পৃ: ইহা হাদিসে রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন।

*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড পৃ: ২৬০ পৃ:;

*মওজুয়াতুল কবীর, ১২৯ পৃ:;

ইহা কোন সনদ দ্বারা প্রমানিত নয়, তবে সূফিগণের কাশফ দ্বারা প্রমানিত। কেউ কেউ বলেছেন ইহা সূফি-সাধকগণের কউল।

নেক বান্দাগণের আলোচনা কালে রহমত নাজিল হয়

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নেক বান্দাহ গণের আলোচনার সময় রহমত নাজিল হয়।

*এহইয়াই উলুমুদ্দিন;

*মাকাছিদুল হাছানা, ২৯২ পৃ:;

*মওজুয়াতুল কোবরা, ১৬১ পৃ:

*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৬৫ পৃ:;

এই হাদিস উল্লেখ করে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ), আল্লামা আজলুনী (রঃ) ও ইমাম ছাখাবী (রঃ) তদীয় কিতাবে লিখেন আল্লামা জামাখশারী (উঃ) বলেন:

انه حديث وله اصل

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইহা হাদিস এবং এর ভিত্তি রয়েছে (মওজুয়াতুল কোবরা, ১৬১ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৬৫ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে:

قال ابن الصلاح في علوم الحديث روينا عن ابي عمر اسماعيل بن مجيد انه ساير ابا جعفر احمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له باي نية اكتب

الحديث؟ فقال الستم ترون ان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة فقال نعم قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الصالحين

*অর্থাৎ, আল্লামা ইবনে ছিলাহ তাঁর উলুমুল হাদিসে বলেন: আমাদেরকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু আমর ইসমাইল ইবনে মাজিদ। নিশ্চয় তিনি আবু জাফর ইবনে হামদান (রঃ) এর কাছে সফর করেছিলেন, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন নেক বান্দাহ গণের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ইবনে হামদান (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন নিয়তে আপনি ইহা হাদিস লিখেন? তখন তিনি বললেন, আপনারা কি দেখেন না যে নেক বান্দাহ গণের জিকিরের সময় রহমত নাজিল হয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ। ফলে তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (দঃ) হলেন ছালেহীনগণের শ্রেষ্ট (কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ৬৫ পৃ:)।

সুতরাং ইহা হাদিস বলে যুগে যুগে আলিমগণ সমর্থন করে এসেছেন।

আলিমের চেহারার দিকে নজর করলে ৬০ বছর নফল বন্দেগীর সওয়াব

نظرة فى وجه العالم احب الى الله من عبادة ستين سنة صياما و قياما

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন: আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ৬০ বছর নফল সালাত ও নফল রোজার চেয়ে আল্লাহর কাছে উত্তম।

*ছাময়ান ইবনে মাহদী তাঁর নুছখায় হাদিসটি হজরত আনাস (রাঃ) থেকে মরফূ সনদে উল্লেখ করেছেন;

*মাকাছিদুল হাছানা, ৪৪৬ পৃ:;

*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:;

এই হাদিস উল্লেখ করে আল্লামা ইমাম ছাখাবী (রঃ) ও আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) বলেন: ولايصح অর্থাৎ, ইহা সহি হাদিস নয় (মাকাছিদুল হাছানা, ৪৪৬ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:)।

সুতরাং হাদিসটি সহি নয়, তবে নিশ্চয় 'হাছান' অথবা 'জয়ীফ' সনদের হাদিস, কারণ ইহা সনদযুক্ত ও মরফূ হাদিস। উল্লেখ্য যে, কোন ইমাম হাদিসটিকে বাতিল কিংবা ভিত্তিহীন বলেননি।

নবীদের জিকির ইবাদত এবং নেক বান্দাগণের জিকির করা গোনাহের কাফ্ফারা

عن معاذ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الانبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة

অর্থাৎ, হজরত মুয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আম্বিয়া কেরামের জিকির ইবাদত, নেক বান্দাহ গণের জিকির গোনাহের কাফ্ফারা।

* মুসনাদে ফেরদৌছ লিদ দায়লামী (রঃ);
* জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ২৬৪ পৃঃ;
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৭১ পৃঃ;
* জামেউল আহাদিছ, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৭ পৃ: কৃত: ইমাম ছিয়তী রঃ;

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন 'জয়ীফ'। আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি। যেহেতু হাদিসের সনদ রয়েছে ও ইমামগণ গ্রহণ করেছেন, সেহেতু এই হাদিস কে মওজু বা ভিত্তিহীন/জাল বলা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

জ্ঞানীর কলমের কালী শহিদের রক্তের চেয়ে দামী

مداد العلماء افضل من دم الشهداء

অর্থাৎ, জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদেও রক্তের চেয়েও দামী।

*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৭৯ পৃঃ;
*মাকাছিদুল হাছানা, ৩৭৭ পৃঃ;
*মওজুয়াতুল কোবরা, ২০৭ পৃঃ;

ইহা গন্মহণযোগ্য হাদিস।

ذكره الزركشي وقال: هو من كلام الحسن البصري

অর্থাৎ, ইমাম জারাখশী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ কওে বলেন: ইহা বিশিষ্ট তাবেঈ হজরত হাছান বছরী (রাঃ) এর 'কউল' (মওজুয়াতুল কোবরা, ২০৭ পৃ☺।

সুতরাং ইহা হজরত হাছান বছরী (রাঃ) এর 'কউল' হিসেবে হাদিস। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের কউল, ফেল, তাকরীর কে হাদিস বলা হয় (মিযানুল আখবার)। হজরত হাছান বছরী (রাঃ) একজন সু-পরিচিত তাবেঈ।

এই হাদিসের সমর্থনে এশাধিক মরফূ হাদিস রয়েছে, যেমন:

عن ابي الدارداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء علي دم الشهداء

অর্থাৎ, হজরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: কেয়ামতের দিন আলিমের কলমের কালি ও শহিদেও রক্ত ওৎন করা হবে, তখন আলিমের কলমের কালি শহিদেও রক্তের চেয়ে ভারী হয়ে যাবে (ইবনে আব্দুল বার্; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৭৯ পৃঃ; মাকাছিদুল হাছানা, ৩৭৭ পৃঃ; মওজুয়াতুল কোবরা, ২০৭ পৃঃ; তারিখে বাগদাদ)।

এই হাদিসের সনদে কোন আপত্তি নেই। হজরত নাফে (রাঃ) থেকেও এরুপ আরেকটি বর্ণনা দায়লামী শরীফে রয়েছে।

এর ব্যাপাওে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রঃ) স্বীয় তাফছিরের কিতাবে উল্লেখ করেন:

واخرج الذهبي في فضل العلم عن عمران بن حصين قال قال رسول الله (ص) يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء علي دم الشهداء

অর্থাৎ, ইমাম যাহাবী (রঃ) ইলিমের ফজিলত প্রসঙ্গে হজরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: কেয়ামতের দিন আলিমের কলমের কালি ও শহিদেও রক্ত ওৎন করা হবে, তখন আলিমের কলমের কালি শহিদেও রক্তের চেয়ে ভারী হয়ে যাবে (তাফছিওে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩০৮ পৃ☺।

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কেও কোন আপত্তি নেই।

"জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদেও রক্তের চেয়ে দামী" এই হাদিস এক হিসেবে তাবেঈ এর কউল হিসেবে হাদিস, অপর দিকে মরফূ সহি হাদিসের সাথে মিল থাকার কারণে 'রেওয়াত বিল মায়ানা' হিসেবে হাদিসে রাসূলও বলা যায়। সুতরাং এই হাদিসকে মওজু বা ভিত্তিহীন অথবা জাল বলার কোন রাস্তা'ই নেই।

الجنة تحت اقدام الامهات

অর্থাৎ, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৯৯ পৃঃ;

*শাব্দিক ব্যবধানে মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, সুনানে নাসাঈ ও হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

যেমন: عن معاوية بن جاهمة جاء الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام؟ قال نعم فالزمها فان الجنة تحت رجليها

অর্থাৎ, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহমা আস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি নবী পাক (দঃ) এর কাছে আসলেন ও বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইচ্ছা করছি যে, আপনার সাথে যুদ্ধেও ময়দানে যাব ও আপনার সাথে শরিক হব। আল্লাহর নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার মা কি জিবীত আছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। নবীজি (দঃ) বললেন: ইহাই তোমার জন্য আবশ্যক, কেননা মায়ের পায়ের নিচেই তোমার জান্নাত।

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ কওে বলেন: قال الحاكم الاسناد صحيح অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ সহি (কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৯৯ পৃ☺।

আদম (আঃ) মুহাম্মদ (দঃ) এর উছিলায় ক্ষমা লাভ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب اسالك بحق محمد لما غفرت لى فقال الله تعالى: يا ادم كيف عرفت محمد ولم اخلقه؟ قال يا رب لانك لما خلقتني بيدك ونفخت فى من روحك رفعت راسى فرايت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله: صدقت يا ادم اله لاحب الخلق الى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك

অর্থাৎ, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যখন আদম (আঃ) দ্বারা অপ্রত্যাশিত কাজটি হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি আপনার হক্ব নবী মুহাম্মদ (দঃ) এর উছিলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অত:পর আল্লাহ তা'লা বললেন: হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মদ (দঃ) কে চিনলে অথচ আমি তাঁকে সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) বললেন: হে আমার রব! যখন আমাকে আপনি সৃষ্টি করেন এবং রুহ্ আমার ভিতরে প্রবেশ করান, তখন আমি আমার মাথা উপরের দিকে উঠিয়েছি এবং আরশের গেইটে লিখিত দেখেছি: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। ফলে আমি জানতে পারলাম যে, নিশ্চয় আপনার প্রিয় পাত্র ব্যতীত আপনার নামের পাশে নাম থাকত না! তখন আল্লাহ তা'ল বললেন: তুমি সত্য বলেছে হে আদম! সে আমার কাছে খুবই ভালবাসার পাত্র বা সৃষ্টি, তুমি আমাকে তাঁর উছিলায় প্রার্থনা করেছ ফলে আমি তোমাকে ক্ষম করে দিয়েছি। **আমি যদি মুহাম্মদ (দঃ) কে না বানাইতাম তাহলে তোমাকেও বানাইতাম না** (আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:; তাবারানীর মু'জামুল আওছাত, ৫ম খ-, ৩৬ পৃ:; তাবারানী তাঁর ছগীরে; বায়হাক্বী তাঁর দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৫ম খন্ড, ৩৭৪ পৃ:; অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২২ পৃ:; খাছাইছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৭ পৃ: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৬৪ পৃ:; কানজুল উম্মাল; দূর্রে মানছুর; আবু নুয়াঈম; ইবনে আসাকির; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৯ পৃ:)

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) ও ইমাম নূরুদ্দিন আলী ইবনে আহমদ ছামহুদী (রঃ) বলেন:

هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ (হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:; অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২২ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তাবারানী (রঃ) বলেন:

ولا يروى عن عمر الا بهذا الاسناد

অর্থাৎ, হজরত উমর (রাঃ) থেকে এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এই হাদিস দেখিনি (মু'জামুল আওছাত, ৫ম খন্ড, ৩৬ পৃ:)।

অর্থাৎ, ইমাম তাবারানী (রঃ) এর দৃষ্টিতে হাদিসটি সহি, তবে গরীব বা একজন রাবী কতৃক বর্ণিত হাদিস।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন ও হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) সমর্থন করেছেন:

تفرد به عبد الرحمن بن زيد اسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ আছলাম হতে বর্ণিত ইহা একক বর্ণনা, আর তিনি হলেন জয়ীফ (দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৫ম খন্ড, ৩৭৪ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৯ পৃ:)।

ইবনে তাইমিয়া সহ কিছু ইমামের মতে "আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ" জয়ীফ রাবী। সর্বোপরি বলা যায়, হাদিসটি জাল বা ভিত্তিহীন নয়, বরং এর সনদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ এর সনদকে সহি বা বিশুদ্ধ বলেছেন আবার কেউ কেউ দূর্বল বলেছেন। মোহাদ্দিছিনে কেরাম ইহাকে গ্রহণ করে তাঁদের কিতাবে হাদিসটি স্থান দিয়েছেন। তবে আফছুছের বিষয় হল, কাঠ মিস্ত্রী

নাছিরুদ্দিন আলবানী তার ছিলছিলার মধ্যে এতজন ইমাম হাদিসটি গ্রহণ করার পরও হাদিসটিকে জাল বলার অপচেস্টা করেছে। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর শান-মানের ব্যাপারে ইহা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হাদিস।

মুহাম্মদ (দঃ) কে না বানাইলে আসমান জমীন এমনকি আদমকেও বানানো হত না

عن ابن عباس قال: اوحى الله تعالى الى عيسى, يا عيسى من بمحمد وامر من ادركه من امتك ان يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت ادم ولو لا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن

অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'লা ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহী করলেন। হে ঈসা! তুমি মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি ঈমান আন ও তোমার উম্মতদেরকে আদেশ দাও তারা যেন আমার নবীকে দেখা মাত্র ঈমান আনে। কেননা যদি মুহাম্মদ (দঃ) কে না বানাইতাম তাহলে আদম (আঃ) কেও বানাইতাম না। আমি যদি মুহাম্মদ (দঃ) কে না বানাইতাম তাহলে জান্নাত ও জাহান্নাম বানাইতাম না।আর অবশ্যই পানির উপরে আমার আরশ সৃষ্টি করেছিলাম ফলে ইহা নড়াচড়া করছিল, অত:পর ইহার উপর লিখে দিলাম "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" ফলে আরশ থেমে গেল (আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃঃ; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৯ পৃঃ; শিফাউছ ছিকাম; মিযানুল এ'তেদাল, ৪র্থ খন্ড, ৩০৭ পৃঃ; লিছানুল মিযান, ৫ম খন্ড, ৩৪৩ পৃঃ)।

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেন:

هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ সহি (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃঃ)।

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) ও আল্লামা নূরুদ্দিন আলী ইবনে আহমদ ছামহুদী (রঃ) তদীয় কিতাবে হাদিসটি সহি হওয়ার কথা এভাবে লিখেছেন:

واخرج الحاكم وصححه

অর্থাৎ, হাকেম হাদিস খানা বের করেছেন ও ইহাকে সহি বলেছেন (খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৯ পৃঃ; অফাউল অফা, ৪র্থ জিঃ ২২৪ পৃঃ)।

এই হাদিসের সনদে "ছাঈদ ইবনে আবী উরওয়া" নামক রাবী সম্পর্কে অনেকে জয়ীফ ধারণা করলেও তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান (রঃ) বলেন:

وكان سفيان بن حبيب عالما بشعبة وسعيد

অর্থাৎ, প্রখ্যাত ফকিহ্ আল্লামা সুফিয়ান ইবনে হাবীব আলিম হয়েছেন হজরত শুবা (রঃ) ও ছাঈদ ইবনে উরওয়া (রঃ) এর উছিলায় (মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ৪৬৮ পৃঃ)।

ইমাম ইবনে আদী (রঃ) বলেন: سعيد من الثقات অর্থাৎ, ছাঈদ ইবনে উরওয়া বিশ্বস্থদের মধ্যে একজন (মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ৪৬৮ পৃঃ)।

সর্বোপরি প্রমাণ হল যে, এই হাদিস বিশুদ্ধ।

বি: দ্র: বৃদ্ধ অবস্থায় অসুস্থতার অবিযোগ সুস্থ অবস্থায় বর্ণিত হাদিসের উপর বর্তাবে না।

নবীজির ওফাতের পরে রওজা যিয়ারত করা জীবদ্দশায় যিয়ারত করার সমান

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتي

হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল ও আমার ওফাতের পরেও রওজা যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।

হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে;

*দারে কুতনী তাঁর সুনানে ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃঃ;
*তাবারানী তাঁর কবীরে ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৫ পৃঃ ও আওছাতে ২য় খন্ড, ৩০৭ পৃঃ;
*ইবনে আদী তাঁর কামিলে;
*বায়হাক্বী তাঁর সুনানে কুবরায়, ৫ম খন্ড, ৫৩৫ পৃঃ;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃঃ;
*কানজুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ২৭৪ পৃঃ;
*জামেউছ ছাগীর, ২য় জিঃ ৫২৩ পৃঃ;
*ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃঃ;
*ফতোয়ায়ে শামী, ৪র্থ খন্ড, ৫৪ পৃঃ;

হাদিস খানা সনদের দিকে 'জয়ীফ' পর্যায়ের, তবে মওজু বা ভিত্তিহীন নয়। সকল ইমামগণ ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিস আমলযোগ্য।

এর সনদে ليث بن ابي سليم (লাইছ ইবনে আবী সুলাইম) ও حفص بن ابي سليمان (হাফছ ইবনে আবী সুলাইমান) নামক দুজন রাবী রয়েছে যাদের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত দেখুন:

حفص بن ابي سليمان (হাফছ ইবনে আবী সুলাইমান) এর আরেক নাম হল: "হাফছ ইবনে আবী দাইদ"

قال حنبل بن اسحاق عن احمد: ما به باس অর্থাৎ, হাম্বল ইবনে ইসহাক্ব বলেন ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।

صالح: عن عبد الله عن ابيه فقال অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সে নেক বান্দাহ্।

ليس بثقة قال ابن معين অর্থাৎ, ইবনে মুঈন (রঃ) বলেন: সে বিশ্বস্থ রাবী নয়।

ضعيف الحديث: قال ابن المديني অর্থাৎ, ইবনে মাদানী (রঃ) বলেন: তার হাদিস জয়ীফ।

ليس بثقة قال النسائي অর্থাৎ, ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেন: সে বিশ্বস্থ রাবী নয়।

ضعيف الحديث قال ابن ابي حاتم وقال ابو زرعة অর্থাৎ, ইবনে আবী হাতিম ও আবু যুরআ (রঃ) বলেছেন: তার হাদিস জয়ীফ।

قال ابو عمرو الداني: قال وكيع: كان ثقة اخرج النسائي حديثه في (مسند علي) অর্থাৎ, আবু আমর আদ দানী বলেন, ওয়াক্বী বলেছেন: সে বিশ্বস্থ রাবী। ইমাম নাসাঈ তার থেকে 'মুসনাদে আলী' এর মধ্যে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

وثقه احمد অর্থাৎ, ইমাম আহমদ (রঃ) তাকে বিশ্বস্থ বলেছেন।

ضعيف: قال الدار قطنى অর্থাৎ, দারে কুতনী (রঃ) বলেছেন: সে জয়ীফ।

বিস্তারিত দেখুন:- মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ১০৬-৭ পৃষ্টা ও তাহজিবুত তাহজিব, ২য় খন্ড, ২৪৬-৪৭ পৃ:; মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ:।

উল্লেখিত ইমামগণের মতামত গুলো বিশেস্নষণ করে বলা যায়, ' حفص بن ابي سليمان (হাফছ ইবনে আবী সুলাইমান)' এর বর্ণিত হাদিস 'হাছান' পর্যায়ের। কারণ অনেক ইমামগণ তাকে বিশ্বস্থ ও নেক বান্দাহ বলেছেন, আবার কেউ কেউ 'দূর্বল' রাবী বলেছেন। তাই উভয়ের মধ্যে সমযোতা সরুপ বলা যায় ইহা 'সহি'ও নয় আবার 'জয়ীফ'ও নয় বরং 'হাছান'।

ليث بن ابي سليم (লাইছ ইবনে আবী সুলাইম)

ضعيف: قال يحيي والنسائي অর্থাৎ, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেন: সে জয়ীফ।

لا باس به قال ابن معين অর্থাৎ, ইবনে মঈন (রঃ) বলেন: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

كان ضعيف الحديث: قال ابن ابي حاتم عن ابيه قال অর্থাৎ, ইবনে আবী হাতিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তার হাদিস জয়ীফ।

لا باس به قال ابو داود: وسالت يحيي عن ليث فقال অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন আমি ইয়াহইয়া (রঃ) কে 'লাইছ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন: তার হাদিসের ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

له احاديث صالحة وقد روى عنه شعبة والثورى قال ابن عدي: অর্থাৎ, ইবনে আদী (রঃ) বলেন: তার বর্ণিত হাদিস সমূহ নেক,সূফিয়ান ছাওরী ও শুবা (রঃ) তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

كان رجلا صالحا عابدا وكان ضعيفا في الحديث قال ابن سعد: অর্থাৎ, ইবনে সাদ (রঃ) বলেন: সে ছিল কে ও আবিদ বান্দাহ্ ছিলেন, তবে তরি বর্ণিত হাদিস জয়ীফ।

قال الترمذى فى (العلل الكبير) قال محمد: كان احمد يقول: ليث لا يفرح بحديثه অর্থাৎ, ইমাম তিরমিজি (রঃ) তাঁর 'ইল্লে কবীরে বলেন: ইমাম বূখারী (রঃ) বলেছেন: ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন: লাইছ এর বর্ণিত হাদিস নিয়ে খুব বেশী খুশির কিছু নেই।

ضعف حديثه: قال الجوزجانى অর্থাৎ, ইমাম জুযাজানী (রঃ) বলেন: তার হাদিস জয়ীফ।

ضعيف الحديث: هو صدوق قال يعقوب بن شيبة অর্থাৎ, ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ বলেন: সে সত্যবাদী তবে তার হাদিস দূর্বল।

صدوق فيه ضعف: قال الساجي অর্থাৎ, ইমাম ছাজী (রঃ) বলেন: সে সত্যবাদী কিন্তু তার হাদিস দূর্বল।

বিস্তারিত দেখুন: মিযানুল এ'তেদাল, ৪র্থ খন্ড, ৫০১-২ পৃষ্টা ও তাহজিবুত তাহজিব, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৮-৯৯ পৃ:।

উল্লেখিত ইমামগণের মতামতগুলো বিশেস্নষণ করে বলা যায়, ليث بن ابي سليم (লাইছ ইবনে আবী সুলাইম) এর বর্ণিত হাদিস দূর্বল তথা জয়ীফ তবে

মওজু বা ভিত্তিহীন নয়। ইমামগণের অভিমত হলো ليث بن ابي سليم (লাইছ ইবনে আবী সুলাইম) এবং حفص بن ابي سليمان (হাফছ ইবনে আবী সুলাইমান) এ দুজন রাবীর বর্ণিত হাদিস হলো দূর্বল বা জয়ীফ। আর সর্বসম্মতিক্রমে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিসের উপর আমল করা যায়।

আফছুছ হলো! কাঠমিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে লিখেছেন এ দুজন রাবী কতৃক বর্ণিত হাদিস নাকি জাল ও ভিত্তিহীন।

নবীজির রওজা যিয়ারত করলে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর শাফায়াত ওয়াজিব

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي

অর্থাৎ, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার রওজা যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে গেছে।

*সুনানে দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ৩৩৪ পৃ:;
*শিফা শরীফ, ১ম জি: ৪৪৪ পৃ:;
*জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ২৮তম খন্ড, ৭৬৮৯ পৃ:;
*কানজুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭০ পৃ:;
*জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৫২৮ পৃ:;
*নাওয়াদেরুল উসূল, ৪৮ পৃ:;
*হাফিজ উকায়লী কৃত: 'আদ্ব দ্বোয়াফা' ৪র্থ খন্ড, ১৭০ পৃ:;
*মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ:;
*ইবনে আদী তাঁর কামিলে;

দারে কুতনীর সনদে موسى بن هلال العبدي (মুসা ইবনে হেলাল আব্দী) নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত হল:

قال ابن عدي: انه لا باس به অর্থাৎ, ইবনে আদী (রঃ) বলেন: নিশ্চয় তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

قال الذهبي: هو صالح الحديث অর্থাৎ, ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন: তিনি হাদিসের ব্যাপারে নেক।

বিস্তারিত দেখুন: মিযানুল এ'তেদাল, ৫ম খন্ড, ৪২৯ পৃ:; সুনানে দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্টা।

সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদিসটি 'হাছান' পর্যায়ের। তবে এই হাদিস খানা 'মুসনাদে বাজ্জার শরীফে' 'জয়ীফ' সনদে উল্লেখ রয়েছে। উভয় সনদ মিলিয়ে আরো শক্তিশালী হবে।

শুধু মাত্র নবীজির রওজা যিয়ারতের নিয়তে গেলে শাফায়াত ওয়াজিব

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءنى زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتى كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة

অর্থাৎ, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কাছে শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত কারী হওয়া আমার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে।

*তাবারানী তার কবীরে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্টা ও আওছাতে, ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃ:;
*মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ:;
*দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ:;
*ফতোয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ৫৪ পৃ:;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:;

এই হাদিসের সনদে مسلمة بن سالم (মুসলিমা ইবনে ছালিম) নামক একজন রাবী রয়েছে, যাকে ইমাম হায়ছামী (রঃ) ضعيف 'জয়ীফ' বলেছেন। قال ابو داود: ليس بثقة অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্থ রাবী নয় (তাহজিবুত তাহজিব, ৭ম খন্ড)।

সুতরাং হাদিসটি সনদগত ভাবে 'দূর্বল', তবে সর্বসম্মতিক্রমে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'দূর্বল' হাদিসের উপর আমল করা জায়েয।

পাগড়ী মাথায় নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة

অর্থাৎ, হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: পাগড়ী পরা অবস্থায় দুই রাকাত নামাজ পাগড়ী বিহীন নামাজের ৭০ রাকাতের সমান সওয়াব।

*মুসনাদে ফিরদৌস;
*জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ২৭৩ পৃ:;

হাদিস খানা সনদের বিবেচনায় 'হাছান' তবে জয়ীফ বা মওজু নয়। আফছুছের ব্যাপার হলো ঘড়ি মিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসখানাকে 'মওজু' বা জাল আখ্যা দিয়ে দিলেন।

এর সনদে طارق بن عبد الرحمن بن القاسم (ত্বারিক ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে কাছিম) রয়েছে, যাকে ইমামগণের অনেকে বিশ্বস্থ বলেছেন আবার অনেকে 'শক্তিশালী নয়' বলেছেন। যেমন:

(الثقات) وذكره ابن حبان في অর্থাৎ, ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্থদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ليس بقوي: قال النساني অর্থাৎ, ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেন: সে শক্তিশালী রাবী নয়।

ثقة قلت: وقال العجلي অর্থাৎ, ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, আমি বলি: ইমাম আজলী (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্থ রাবী।

বিস্তারিত দেখুন: মিযানুল এ'তেদাল, ৩য় খন্ড, ১৪৬ পৃ:; তাহজিবুত তাহজিব, ৩য় খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্টা।

সুতরাং হাদিসটির সনদের স্তর হচ্ছে 'হাছান'। কারণ কোন হাদিসের রাবী সম্পর্কে যদি ইমামগণের বিশ্বস্থ ও দূর্বল হওয়ার উভয় প্রকার অভিমত পাওয়া যায়, তখন ঐ রাবীর বর্ণিত হাদিস 'হাছান' বলে স্বীকৃতি পাবে। "ত্বারেক ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম" সম্পর্কে ইমামগণের কেউ কেউ 'বিশ্বস্থ' বলেছেন আবার কেউ কেউ 'শক্তিশালী নয়' বলেছেন। তাই এ অবস্থায় তার বর্ণিত হাদিসের স্তর হবে 'হাছান'।

ইলিম দুই প্রকার

عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم علمان فعلم فى القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم

অর্থাৎ, হজরত হাছান (রাঃ) নবী করিম (দঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইলিম দুই প্রকার, এক প্রকার ক্বাল্বে থাকে যা মূলত উপকারী ইলিম। আরেক প্রকার হচ্ছে জিহ্বার ইলিম, যা হচ্ছে আদম সন্তানের উপর আল্লাহ তা'লার দলিল।

*সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খন্ড, ১১৪ পৃ:;
*মেসকাত শরীফ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৪৭৮ পৃ:;
*ইবনে আব্দুল বার্ তাঁর কিতাবুল ইলিমে;
*কান্‌জুল উম্মাল;

এই হাদিস খানা হজরত আনাস (রাঃ) ও হজরত জাবের (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان فعلم فى القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم

অর্থাৎ, হজরত জাবের (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: ইলিম দুই প্রকার, এক প্রকার ক্বাল্বে থাকে যা মূলত উপকারী ইলিম। আরেক প্রকার হচ্ছে জিহ্বার ইলিম, যা হচ্ছে আদম সন্তানের উপর আল্লাহ তা'লার দলিল (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৭২ পৃ:; তারিখে বাগদাদ)।

এই হাদিস ও হজরত হাছান (রাঃ) বর্ণিত হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজ মুনজিরী (রঃ) বলেন:

اسناده حسن ورواه ابن عبد البر النمري فى كتاب العلم عن الحسن مرسلا باسناد صحيح

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ 'হাছান'। ইবনে আব্দুল বার্ নিমুরী (রঃ) তাঁর কিতাবুল ইলিমে হজরত হাছান (রাঃ) থেকে মুরছাল ভাবে সহি সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৭২ পৃ:)।

সুতরাং প্রমান হল, হজরত জাবের (রাঃ) এর হাদিস খানা 'হাছান' ও হজরত হাছান (রাঃ) বর্ণিত হাদিস খানা 'মুরছাল সহি'।

অপর হাদিসে আছে:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان: علم ثابت في القلب فذلك العلم النافع وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده

অর্থাৎ, হজরত আনাস (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: ইলিম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলিম ক্বাল্বে প্রমানিত যা উপকারী ইলিম। আরেক প্রকার ইলিম জিহ্বার যা বান্দার উপর আল্লাহর দলিল (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৭২ পৃ:; মুসনাদে ফিরদৌস)।

আশ্চের্যের বিষয় হল, ঘড়ি মিকার নাছিরুদ্দিন আলবানী হজরত হাছান (রাঃ) এর হাদিসটিকে 'জয়ীফ' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ ইহা সহি সনদের ও অন্যান্য 'হাছান' পর্যায়ের হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

ইলিম অন্বেষণ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ

عن سخبرة الازدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى

অর্থাৎ, হজরত সাখবারা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি ইলিম অন্বেষণ করবে, তার জন্যে তার পূর্ববর্তী পাপ সমূহ কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

*জামে তিরমিজি শরীফ, হদিস নং ২৬৪৮;
*সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃ:;
*মেসকাত শরীফ, ২২১ নং হাদিস;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৪৩৬ পৃ:;

এই হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেছেন:

هذا حديث ضعيف الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ দূর্বল (তিরমিজি শরীফ, মেরকাত, ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃ:)।

আশ্চর্যের বিষয় হল, যিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি হাদিস খানাকে 'জাল' বলেননি, এবং কোন ইমাম'ই হাদিসটিকে 'মওজু' বলেননি। অথচ কাঠমিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিস খানাকে 'জাল' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আর এ কথা সকলেই অবগত আছেন, উৎসাহ প্রদানে ও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' হাদিস গ্রহণযোগ্য।

রওজা মোবারকের সামনে সালাম দিলে নবীজি (দঃ) সরাসরি শুনেন

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته

অর্থাৎ, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার রওজার পাশে এসে সালাত পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর সালাত পাঠ করবে তা পৌছানো হবে।

*শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৬৮৭ পৃ:;
*মেসকাত শরীফ, ৮৭ পৃ: হাদিস নং ৯৩৪;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ১৮ পৃ:;
*ইবনে হিব্বান তাঁর 'কিতাবু ছাওয়াবুল আমাল'-এ;
*শিফা শরীফ, ২য় জি: ৪৩৯ পৃ:;
*কান্‌জুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৪৯ ও ২৫২ পৃ:;

এই হাদিস প্রসঙ্গে ১০ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উল্লেখ করেন:

ورواه ابو الشيخ وابن حبان في كتاب ثواب الاعمال بسند جيد

অর্থাৎ, আবুশ শাইখ ও ইবনে হিব্বান (রঃ) তাঁর 'কিতাবু ছাওয়াবুল আমাল'-এ **উত্তম সনদে** এই হাদিস বর্ণনা করেছেন (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ১৮ পৃ:)।

বায়হাক্বীর সনদ দূর্বল হলেও "ইবনে হিব্বান ও আবুশ শাইখ" এর সনদ 'জাইয়্যেদ' বা উত্তম। তাই সকল সনদ একত্রিত হয়ে আরোও শক্তিশালী হয়ে যাবে।

কাফেরের কবরে ৯৯টি সাপ রয়েছে

عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو ان تنينا منها نفخ فى الارضما انبتت خضراء

অর্থাৎ, হজরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: কাফেরের জন্য কবরে ৯৯টি সাপ নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। যদি একটি সাপ জমিনে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে জমিনে কখনো শস্য জন্মাবে না। তিরমিজি ৭০টির কথা বর্ণনা করেছেন।

*সুনানে দারেমী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪২৬ পৃ:;
*জামে তিরমিজি শরীফ;
*মেসকাত শরীফ, ১৩৪ নং হাদিস;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃ:;

*আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬৭৫ পৃ:;
*ইবনে হিব্বান তাঁর সহি-তে;
*মুসনাদে আহমদ, ৩৮/৩;
এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন:

هذا حديث حسن

অর্থাৎ, এই হাদিস হাছান (সুনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৪২৬ পৃ: হা:)।
ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেন:

هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ, এই হাদিসের সনদ সহি (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬৭৫ পৃ:)।

এর সনদে "দারাজ আবা সামাহ" নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রঃ) বিশ্বস্থ রাবী বলেছেন, ইমাম নাসাঈ ও আহমদ (রঃ) তাকে 'মুনকার' বলেছেন (মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ২৭৮ পৃ:)।

তাই উভয়ের মাঝামাঝি স্তর হিসেবে বলা যায়, সে 'হাছান' রাবী। সুতরাং হাদিস খানা 'হাছান' স্তরের, জয়ীফ নয়। উল্লেখ্য 'মুনকার' ও 'জয়ীফ' উভয় এক নয়।

গরীব-মোহাজিরের উছিলা

وعن امية بن خالد بن عبد الله بن اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين

অর্থাৎ, উমাইয়া ইবনে খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আসীদ (রাঃ) নবী করিম (দঃ) হতে বর্ণনা করেন: তিনি গরীব মুহাজিরদের উছিলায় বিজয় কামনা করতেন।
*শরহে সুন্নাহ, ১/৮৭০;
*মেসকাত শরীফ, ৪৪৭ পৃ: ৫২৪৭ নং হাদিস;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ৪৩৪ পৃ:;
*জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৪৩৪ পৃ:;

এই হাদিসটি তাবেঈ কতৃক রাসূলে পাক (দঃ) থেকে সরাসরি বর্ণনা, এরুপ বর্ণনাকে 'মুরছালে তাবেঈ' বলা হয়। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন:

والحديث مرسل قلت: مرسل التابعي حجة عند الجمهور

অর্থাৎ, হাদিসটি 'মুরছান'। আমি বলি: 'মুরছালে তাবেঈ' অধিকাংশের কাছে 'হুজ্জত' বা দলিল (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ৪৩৪ পৃ:)।

এছাড়া বাকী সকল রাবী বিশ্বস্থ। ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) হাদিসটিকে 'হাছান' বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ঘড়ি মিকার আলবানী হাদিসটিকে 'জয়ীফ' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মুরছাল হাদিস ও জয়ীফ হাদিস একরকম নয়।

মা-বাবার চেহারার দিকে তাকালে হজ্বের সওয়াব

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال نعم الله اكبر واطيب

অর্থাৎ, যখন কোন সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি নেক রজরে তাকায়, তখন আল্লাহ তা'লা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে মক্ববুল হজ্বের সওয়াব দান করেন। সাহাবীগ বললেন: যদি সে দৈনিক ১০০ বার দৃষ্টিপাত করেন? নবীজি (দঃ) বলেছেন: হ্যাঁ আল্লাহ অতি পবিত্র।
*শুয়াইবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৭১ পৃ:;
*মেসকাত শরীফ, ৪৯৪৪ নং হাদিস;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ১৫৯ পৃ:;

এই হাদিসের সনদে 'নাহশাল ইবনে সাঈদ' নামক একজন রাবী রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে আলবানী হাদিসটিকে 'জাল' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ ইমামগণ তার ব্যাপারে কি অভিমত পেশ করেছেন লক্ষ্য করুন:
ضعيف: قال الدوري عن ابن معين অর্থাৎ, দারুরী ইবনে মুঈন (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন: সে দূর্বল রাবী।
ليس بشئ: قال ابو داود অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন: তার হাদিস কিছু নয়।
ضعيف: قال الدار قطني وابو حاتم অর্থাৎ, ইমাম দারে কুতনী ও আবি হাতিম (রঃ) তাকে দূর্বল বলেছেন।
غير محمود في حديثه: وقال الجوزجاني অর্থাৎ, ইমাম যুজাযানী (রঃ) বলেন: তার হাদিস প্রশংসিত নয়।

قال النسائي: ليس بثقة অর্থাৎ, ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেনঃ সে বিশ্বস্থ রাবী নয়।

وقال البخاري: روى عنه معاوية البصري احاديث مناكير অর্থাৎ, ইমাম বূখারী (রঃ) বলেনঃ মুয়াবিয়া বছরী তার থেকে অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বিস্তারিত দেখুনঃ তাহজিবুত তাহজিব, ৭ম খন্ড, ২৫০ পৃঃ।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, 'নাহশাল ইবনে সাঈদ' নামক রাবীকে ইমামগণ বলেছেনঃ বিশ্বস্থ নয়, দূর্বল রাবী, তার হাদিস প্রশংসিত নয়, মুনকার রাবী ইত্যাদি। আর এরুপ মন্তব্য থাকলে উছুলে হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী তাকে 'জয়ীফ' হাদিস বলা যায়। আশ্চর্য হল, কাঠ মিস্ত্রি আলবানী হাদিসটি 'জাল' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ ইমাম বূখারী (রঃ)ও তাকে জাল রেওয়াত কারী বলেননি, বরং মুনকার রাবী বলেছেন। অথচ জাল হাদিস ও জয়ীফ হাদিসের মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে।

মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعين ضعفا

অর্থাৎ, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেনঃ মেসওয়াকহীন নামাজ ও মেসওয়াকসহ নামাজের মর্তবার ব্যবধান হচ্ছে ৭০ গুন সওয়াব (মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃঃ)।

সুবহানাল্লাহ! মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম শামছুদ্দীন যাহাবী (রঃ) বলেছেনঃ

هذا حديث صحيح على شرط مسلم অর্থাৎ, ইমাম মুসলীম (রঃ) এর মতে এই হাদিস সহি (হাকেম, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃঃ)।

লেখকের আরো কিছু বই পাওয়া যাচ্ছে ঃ-

- ফতোয়ায়ে বিশ্বওলী (রাঃ) ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।
- লা-মাজহাবীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাবে সুন্নী নামাজ ১ম খণ্ড।
- পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ও কিয়াম।
- হানাফী মাজহাবের জরুরী তিনটি মাসাঈল।
- চাঁদ না দেখে রোজা ও ঈদ পালনের পরিণতি।
- ক্বাল্‌বী জিকিরের দলিল।

যারা ওলী-আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করবে,
মৃত্যুর পূর্বে সে ইতরের কাছে লাঞ্ছিত হবেই ॥
... খাবাবাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ)

প্রচ্ছদ ডিজাইন- কাউছার আহম্মেদ, খাজাবাবা'র আশেক